শিক্ষকের আলোচ্য	বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ- শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি ও মঙ্গলকাব্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিশেষত্ব	▣ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। ▣ খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নিদর্শন। ▣ বাংলা ভাষায় কোন একক লেখকের রচিত প্রথম বাংলা কাব্য গ্রন্থ।
ভাষা	▣ খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত।
রচয়িতা	▣ বড়ু চ-ীদাস। তার ডাকনাম ছিল অনন্ত। ▣ তিনি আনুমানিক চতুর্দশ শতকের কবি। ▣ তিনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদি কবি।
রচনাকাল	▣ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে। ▣ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর মতে কাব্যটি ১৩৪০-১৪৪০ সালের মধ্যে রচিত।
আবিষ্কার এবং আবিষ্কারক	▣ ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘর থেকে। ▣ অযত্নে রক্ষিত থাকায় আবিষ্কারকালে এর প্রথম এবং শেষাংশের কিছু অংশ পাওয়া যায়নি। ▣ বসন্তরঞ্জন রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। ▣ তাঁর উপাধি ছিল 'বিদ্বদ্বল্লভ'। তাঁকে এই উপাধি দেন- ভূবনমোহনের অধ্যক্ষ।
নামকরণ	▣ বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁথিতে এর নাম পাওয়া যায় 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। ▣ প্রকাশকালে আবিষ্কারক এবং সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় এর নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।
প্রকাশ	▣ এটি বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ▣ এটি প্রকাশিত হয় কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
উপজীব্য এবং অন্যান্য	▣ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর উপর নির্ভর গ্রাম্য গল্প থেকে এটি রচিত হয়। ▣ এর প্রধান চরিত্র তিনটি - রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি। ▣ বড়ায়ি এক চুল পাকা মহিলা চরিত্র যাকে রাধা কৃষ্ণের প্রেমের অনুঘটক বলা হয়। ▣ ১৩টি খ- বিভক্ত এই গ্রন্থে ৪১৫টি পদ আছে।

বৈষ্ণব পদাবলি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পদ বা পদাবলি	▣ পদ বা পদাবলি বলতে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী চৈতন্যের লীলাকথা নিয়ে গান করার জন্য রচিত কমনীয় কবিতাকে বোঝায়। ▣ এটি একাধারে সাহিত্য ও সাধনার অবলম্বন। ▣ দ্বাদশ শতকে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে 'পদাবলি' শব্দটি ব্যবহার করেন।
বিশেষত্ব	▣ মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ▣ এতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক উপস্থাপিত। ▣ এতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।
ভাষা	▣ বৈষ্ণব পদাবলি মূলত রচিত হয় ব্রজবুলি ভাষায়। ▣ বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায়ও বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হয়েছিল।
ব্রজবুলি ভাষা	▣ ব্রজবুল একটি কৃত্রিম কবিভাষা। ▣ এই ভাষার স্রষ্টা মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।
রচয়িতা	▣ শ্রীকৃষ্ণের অনুসারী তথা বৈষ্ণব কবিগন বৈষ্ণব পদাবলির রচয়িতা। ▣ বৈষ্ণব পদাবলির আদিকবি মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির উপাধি কবি কণ্ঠহার, মিথিলার কোকিল। ▣ বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি চ-ীদাস। ▣ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদাবলির কবিদেও মধ্যে আছেন জয়দেব. জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ। ▣ আধুনিক কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পদাবলি রচনা করেন।
রচনাকাল	▣ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এই বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হতে থাকে।

উপজীব্য এবং অন্যান্য	▣ বৈষ্ণব পদাবলি হল বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় রহস্য বিষয়ে রচিত পদ । ▣ বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম সংকলক বাবা আউল মনোহর দাস । ▣ এতে পাঁচটি রস আছে- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ।

মঙ্গলকাব্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পরিচয়	▣ যে কাব্যের কাহিনি শ্রবণ করলে সর্ববিধ অকল্যাণ নাশ হয়, পূর্ণাঙ্গ মঙ্গললাভ ঘটে, তাকেই মঙ্গলকাব্য বলে । ▣ এটি দেব-দেবীর মহিমা ও মাহাত্মকীর্তন নির্ভর কাব্য ।
রচনাকাল	▣ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ ।
প্রকারভেদ	▣ মঙ্গলকাব্যের ২টি শাখা রয়েছে যথা –(১) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য ও (২) লৌকিক মঙ্গলকাব্য ।
শাখা	▣ মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা ৩টি । এগুলো হলো: মনসামঙ্গল, চ-ীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গল । ▣ অন্যান্য শাখা সমূহের মধ্যে রয়েছে- ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সারদামঙ্গল প্রভৃতি ।
মনসামঙ্গল কাব্য	▣ মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা । ▣ মনসামঙ্গল কাব্যকে পদ্মপুরাণ ও বলা হয় । ▣ সর্পের দেবী মনসার গুণকীর্তন করে তার পূজা প্রচলনের উদ্দেশ্যে এই কাব্য । ▣ আদি কবি কানাহরিদত্ত এবং শ্রেষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্ত । ▣ মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ জন কবিকে একত্রে বাইশা বলা হয় । ▣ এর প্রধান চরিত্রগুলো হলো; বেহুলা, লখিন্দর ও চাঁদ সওদাগর ।
চণ্ডীমঙ্গল কাব্য	▣ দেবী চ-ীর পূজা প্রচারের কাহিনী অবলম্বনে রচিত । ▣ আদি কবি মাণিকদত্ত ▣ শ্রেষ্ঠকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । তাঁর উপাধি কবিবাজান । ▣ প্রধান চরিত্র: কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, খুল্লনা, ভাড়ু দত্ত, মুরারীশীল ইত্যাদি ।
অন্নদামঙ্গল কাব্য	▣ দেবী অন্নদার গুণকীর্তনে রচিত । ▣ শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র । তিনি মধ্যযুগের শেষ কবি এবং তাঁর উপাধি রায় গুণাকর । ▣ তিন খ- বিভক্ত । এগুলো হলো- শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল এবং ভবানন্দ-মানসিংহ অন্নদামঙ্গল । ▣ প্রধান চরিত্র: মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যাসুন্দর, মালিনী প্রভৃতি ।
অন্যান্য	▣ ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি ময়ূর ভট্ট । ▣ কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কবি কঙ্ক । ▣ রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি । তার উপাধি কবিরঞ্জন ।

শিক্ষকের আলোচ্য	শব্দগঠন ও বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া

শব্দগঠন প্রক্রিয়া বিষয়ক তথ্য	
শব্দগঠন	বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের জন্য নতুন শব্দ গড়ে তোলাকে 'শব্দগঠন' বলে।
শব্দগঠন প্রক্রিয়া	যে প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ গঠন করা যায় তাকে 'শব্দগঠন প্রক্রিয়া' বলা হয়।
বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া	বাংলা ভাষায় বিভিন্ন উপায়ে শব্দগঠন করা গেলেও ৬টি প্রক্রিয়াকে প্রধান শব্দগঠন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলো হল: ❖ উপসর্গযোগে ❖ প্রত্যয় যোগে ❖ সমাসের সাহায্যে ❖ সন্ধির সাহায্যে ❖ শব্দদ্বৈত বা দ্বিরুক্তির সাহায্যে ❖ পদ পরিবর্তনের সাহায্যে
উপসর্গ যোগে শব্দগঠন	যেমন: অনাসক্তি, কুশাসন, অধিপতি, অতিমান, ইতিহাস, পরিবহণ ইত্যাদি।
প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন	যেমন: জমা, রোগা, মেটে, জেলে, শৈশব, কর্তা, নাচন ইত্যাদি।
সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন	যেমন: চৌরাস্তা, চাঁদমুখ, মৃগনয়না, বিলাতফেরত, মা-বাবা, দেশান্তর, প্রভাত ইত্যাদি।
সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন	যেমন: বিদ্যালয়, অত্যন্ত, মন্বন্তর, সীমন্ত, বাগাড়ম্বর, সচ্চরিত্র, তজ্জন্য, উন্নয়ন ইত্যাদি।
শব্দদ্বৈতের সাহায্যে শব্দগঠন	যেমন: টিপটিপ, জ্বরজ্বর, হনহন, ঝনঝন, কনকন, কলকল ইত্যাদি।
পদপরিবর্তনের সাহায্যে শব্দগঠন	যেমন: দারিদ্র্য/ দরিদ্রতা, উদারতা/ ঔদার্য, সৌন্দর্য, আনুষ্ঠানিক ইত্যাদি।

শিক্ষকের আলোচ্য	শব্দপ্রকরণ

শব্দপ্রকরণ বিষয়ক আলোচনা	
শব্দপ্রকরণ	বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন: ▣ গঠনগত শ্রেণিবিভাগ, ▣ অর্থগত শ্রেণিবিভাগ এবং ▣ উৎসগত বা উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ।
শব্দের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ	❖ বাংলা শব্দকে গঠন অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো: মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ। ❖ **মৌলিক শব্দ:** যেমন: মা, ভাত, পথ, চল, গোলাপ, নাক ইত্যাদি। ❖ **সাধিত শব্দ:** যেমন: ডুবুরি, বিদ্যালয়, গায়ক, চাঁদমুখ ইত্যাদি।
শব্দের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ	❖ বাংলা শব্দকে অর্থানুসারে তিন (৩) ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো: যৌগিক, রূঢ় ও যোগরূঢ়। ❖ **যৌগিক শব্দ:** গায়ক, কর্তব্য, বাবুয়ানা, মধুর, দৌহিত্র ইত্যাদি। ❖ **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ:** হস্তী, গবেষণা, বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ ইত্যাদি। ❖ **যোগরূঢ় শব্দ:** রাজপুত, পঙ্কজ, মহাযাত্রা, জলধি ইত্যাদি।
শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ	❖ বাংলা শব্দকে উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো; তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি। ❖ **তৎসম শব্দ:** চন্দ্র, সূর্য, হস্ত, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি। ❖ **অর্ধ-তৎসম শব্দ:** নেমন্তন্ন, জ্যোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নি, বোষ্টম, কুচ্ছিত ইত্যাদি। ❖ **তদ্ভব শব্দ:** হাত, পা, মাথা, কান ইত্যাদি। ❖ **দেশি শব্দ:** কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি ইত্যাদি। ❖ **বিদেশি শব্দ:** কলম, কাগজ, খাতা, চেয়ার, আনারস ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ

আরবি শব্দ	আলখাল্লা, আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওযু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, যাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল, সালাত, হদ্দি, কায়েম, কায়দা, আদব, আজান, আখের, আজব, আদায়, আসবাব, আসল, আসামি, আহাম্মক, ইজ্জত, ইমারত, ইস্তফা/ ইস্তিফা, উকিল, এলাকা, ওজন, ওয়াদা, কদর, কাজি, কাবাব, কুর্সি, কিচ্ছা/ কিস্‌সা, খত, খতম, খাতির, খারিজ, খাস, গজল, গায়েব, গোঁসা/ গুস্‌সা, জবাই/জবেহ্‌, জব্দ ইত্যাদি।
ফারসি শব্দ	খোদা, গুনাহ্‌, দোযখ, নামায, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোযা, কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, মোহর, রসদ, আদমি, আমদানি, জিন্দা, জানোয়ার, নমুনা, বদমাস, রফতানি, হাঙগামা, আন্দাজ, ইয়ার, কারসাজি, কোমর, খরচ/খর্চ, খরিদ, খরিদ্দার, খাসা ইত্যাদি।
তুর্কি শব্দ	বিবি, খাতুন, লাশ, মোগল, বাহাদুর, তোশক, বাইজি, উজবুক, উর্দি, আলখাল্লা, কোঁতকা, দারোগা, কঞ্চি, তালাশ, চাকু, কাচি, চকমক, ঝকমক, চিক, বাবুর্চি, খান, খোকা, কোরমা, কুর্নিশ, উর্দু, দাদা, নানা, ঠাকুর, বাবা, মুচলেকা, সওগাত, বাস, চাকর, কুলি, বারুদ, তোপ, কাবু ইত্যাদি।
পর্তুগিজ শব্দ	পাদ্রি, বালতি, আনারস, গির্জা, গুদাম, আলমারি, চাবি, আলপিন, পাউরুটি, আতা, আচার, আয়া, আলকাতরা, ইস্পাত, ইস্তিরি, কামিজ, কাতান, কেদারা, গামলা, কাবাব, পিরিচ, কেরানি, কামরা, ক্রুশ, জানালা, গরাদ, তোয়ালে, নিলাম, পাচার, পেয়ারা, পেরেক, পিস্তল, ফালতু, ফিরিঙ্গি, ফিতা, বারান্দা, তামাক, বোতাম, বাসন, বোমা, বেহালা, বর্গা, মার্কা, মিস্ত্রি, মাস্তুল, মসকরা, মাইরি, যিশু, সাবান, টুপি, সালসা, সাগু, কপি, পেঁপে ইত্যাদি।
অন্যান্য	**হিন্দি :** ইস্তক, ওয়ালা, কাহিনি, খাট্টা, খানা, চামেলি, চালু, চাহিদা, টহল, পানি, ফালতু, তাগড়া। ❖ **ফরাসি :** কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, আঁতাত। ❖ **ওলন্দাজ :** ইস্কাপন, হরতন, রুইতন, চিড়িতন, টেক্কা, তুরুপ। ❖ **পাঞ্জাবি :** চাহিদা, শিখ, তারকা । ❖ **গুজরাটি :** হরতাল, খদ্দর। ❖ **চৈনিক :** চা, চিনি, লিচু, এলাচি। ❖ **বর্মি :** লুঙ্গি, ফুঙ্গি। ❖ **জাপানি :** রিক্সা, হারিকেন, সাম্পান, হাসনাহেনা, হারিকিরি। ❖ **ইতালীয় :** মাফিয়া, ম্যাজেন্টা, সনেট। ❖ **গ্রিক :** দাম, কেন্দ্র, সেমাই, সুড়ঙ্গ, ইউনানি। ❖ **অস্ট্রেলীয় :** ক্যাঙ্গারু। ❖ **তিব্বতি :** লামা। ❖ **দক্ষিণ আফ্রিকান :** জেব্রা। ❖ **পেরু :** কুইনাইন। ❖ **মালয় :** কাকাতুয়া, কিরিচ। ❖ **রুশ :** বলশেভিক। ❖ **সিংহল :** বেরিবেরি, সিডর।।
মিশ্র শব্দ	রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি), হেড-মৌলভী (ইংরেজি + ফারসি), হেডপণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম), খ্রিস্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম), ডাক্তারখানা (ইংরেজি + ফারসি), পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা), চৌহদ্দি (ফারসি + আরবি) ইত্যাদি।

শিক্ষকের আলোচ্য	বাংলা অনুজ্ঞা

বাংলা অনুজ্ঞা বিষয়ক আলোচনা

সংজ্ঞা: আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয় তাকে অনুজ্ঞা বলে।

- উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।
- অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সবাই সমর্থন করে না।
- প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'হ' যোগ করার নিয়ম ছিল।
- **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা: আদেশ:** কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও। তুমি বল। **উপদেশ:** জেনে শুনে সত্য কথা গোপন করো না। **অনুরোধ:** আমাকে এক গ-াস পানি দিবে। অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না। **প্রার্থনা:** আমায় সাহায্য কর।
- **অভিশাপ:** মর, পাপিষ্ঠ।
- **ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞা: আদেশ:** কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। সদা সত্য কথা বলবে। **সম্ভাবনাময়:** চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে। **বিধান অর্থে:** অসুখ হলে ওষুধ খাবে। **অনুরোধ:** কাল একবার এসো।

☞ ক্লাশের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাৎক্ষণিক অনুশীলন করিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন-

১. আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে' এখানে কি অর্থে অনুজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে?
২. লোকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী গেরো!- এই বাক্যের 'কী' বোঝায়
৩. ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ! এই বাক্যের 'কী' এর অর্থ-
৪. আছো তুমি জগৎ মাঝারে।-এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
৫. 'ঐ চাকরীর আশা ছেড়েছি'- কোন অর্থ প্রকাশ পায়?

শিক্ষকের আলোচ্য | পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দ

পুরুষ ও স্ত্রী বাচক বিষয়ক আলোচনা

☑ **লিঙ্গের প্রকারভেদ:**

নাম	সংজ্ঞা	উদাহরন
পুং লিঙ্গ	যে শব্দ দ্বারা পুরুষজাতি বুঝায়	বাবা
স্ত্রীলিঙ্গ	যে শব্দ দ্বারা স্ত্রীজাতি বুঝায়	মা
উভয়লিঙ্গ	যে শব্দ দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই বুঝায়	শিশু
ক্লীবলিঙ্গ	যে শব্দ দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী কিছুই বুঝায় না	কাগজ

- নিত্য পুরুষবাচক শব্দ: কতগুলো শব্দ কেবল পুরুষ বোঝায়। যেমন : কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার, যোদ্ধা, রাষ্ট্রপতি, কেরানী ইত্যাদি।
- নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ : কতগুলো শব্দ কেবল স্ত্রীবাচক বোঝায়। যেমন : সতীন, সপতড়বী, সৎমা, বিধবা, সধবা, কুলটা ইত্যাদি।

☞ ক্লাশের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাৎক্ষণিক অনুশীলন করিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন-

১. 'ছেলে' এর স্ত্রী-বাচক শব্দ কোনটি ?
২. লিঙ্গান্তর হয়না এমন শব্দ কোনটি ?
৩. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি ?
৪. 'বিধবা' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী ?
৫. নিচের কোনটি নিত্য পুংলিঙ্গবাচক শব্দ ?
৬. ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি ?
৭. নিচের কোনটি প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ ?
৮. 'জরত' এর স্ত্রীলিঙ্গ কি ?
৯. 'শিশু' কোন লিঙ্গ ?
১০. নিচের কোন শব্দটির কোনো লিঙ্গান্তর হয় না?
১১. 'অরণ্য' এর লিঙ্গান্তর হলো-
১২. শুদ্ধ লিঙ্গান্তর

শিক্ষকের আলোচ্য | দ্বিরুক্ত শব্দ

দ্বিরুক্ত বিষয়ক আলোচনা

☑ **দ্বিরুক্ত শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'দ্বি+উক্ত'। অর্থাৎ, যা দুইবার বলা হয়েছে। বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ বা পদ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে অন্য একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। কোন শব্দ বা পদ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে।**

যেমন- 'আমার জ্বর জ্বর লাগছে।' এখানে 'জ্বর জ্বর' দ্বিরুক্ত শব্দটি ঠিক 'জ্বর' অর্থ প্রকাশ করছে না। জ্বরের ভাব প্রকাশ করছে। দ্বিরুক্ত শব্দ ৩ প্রকার- শব্দের দ্বিরুক্তি, পদের দ্বিরুক্তি ও অনুকার দ্বিরুক্তি।

(ক) শব্দের দ্বিরুক্তি

- একই শব্দ অবিকৃতভাবে দুইবার ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- ভাল ভাল বই, ফোঁটা ফোঁটা জল, বড় বড় বাড়ি, ইত্যাদি।
- সহচর শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হতে পারে। দুটি সম্পর্কিত শব্দকে সহচর শব্দ বলা যায়। যেমন, 'কাপড়-চোপড়' সহচর শব্দযোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ। 'কাপড়' অর্থ গা ঢাকার জন্য যেসব পরা হয়। আর কাপড়ের সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে যেগুলো পরা হয় সেগুলোই 'চোপড়'। অর্থাৎ, এই দুটি শব্দ পরস্পর সম্পর্কিত। তাই এই দুটি শব্দ সহচর শব্দ। এরকম- লালন-পালন, খোঁজ-খবর, ইত্যাদি।
- একই শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে পরেরবার একটু পরিবর্তিত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ হতে পারে। যেমন- মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, তোড়-জোড়, গল্প-সল্প, রকম-সকম, ইত্যাদি।
- সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ হতে পারে। যেমন- ধন-দৌলত, বলা-কওয়া, টাকা-পয়সা, ইত্যাদি।
- বিপরীতার্থক শব্দযোগেও দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন- লেন-দেন, দেনা-পাওনা, ধনী-গরিব, আসা-যাওয়া, ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিরুক্তি/ পদাত্মক দ্বিরুক্তিপদ বা বিভক্তিযুক্ত শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে পদের দ্বিরুক্তি বা পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। পদাত্মক দ্বিরুক্তি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হতে পারে-

- একই পদ অবিকৃতভাবে পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে। যেমন- ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো। মনে মনে আমিও এ কথাই ভাবছিলাম।
- দ্বিতীয় পদ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে। তবে এক্ষেত্রেও পদ-বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ, মূল শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন- আমরা হাতে-নাতে চোরটাকে ধরেছি।
- সহচর, সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ একই বিভক্তি যুক্ত হয়ে পরপর ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- আমার সমত্মান যেন থাকে দুধে-ভাতে। দেশে বিদেশে বইটি লিখেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী, আর পথে-প্রবাসে লিখেছেন মুহম্মদ এনামুল হক।

পদাত্মক দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

☞ বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি (উল্লেখ্য, বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি হলে সেগুলো বিশেষণ পদের মত কাজ/ আচরণ করে। অর্থাৎ, বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি হলে সেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।)

- **আধিক্য বোঝাতে** → রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান
- **সামান্য বোঝাতে** → আমার জ্বর জ্বর লাগছে। কবি কবি ভাব।
- **পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে** → তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। ওরা বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলছে।
- **ক্রিয়া বিশেষণ** → ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
- **অনুরূপ কিছু বোঝাতে**→ তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
- **আগ্রহ বোঝাতে** → দাদা দাদা বলে ডাকছে।

বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি

- **আধিক্য বোঝাতে** : ভাল ভাল আম। ছোট ছোট ডাল।
- **তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে** : গরম গরম জিলাপী। নরম নরম হাত।
- **সামান্যতা বোঝাতে** : উড়ু উড়ু ভাব। কাল কাল চেহারা।

সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি

- **বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে** : সে সে লোক কোথায় গেল? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।

ক্রিয়াপদের/ ক্রিয়াবাচক পদের দ্বিরুক্তি

- **বিশেষণ রূপে** : রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব আর গেল না।
- **স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে** : দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে এল।
- **ক্রিয়া বিশেষণ** : দেখে দেখে যাও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কিভাবে?
- **পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে** : ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেছি।

অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি

- **ভাবের গভীরতা বোঝাতে:** সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি এত খারাপ।
- **পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে** : বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
- **অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে** : ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
- **বিশেষণ বোঝাতে** : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
- **ধ্বনিব্যঞ্জনা** : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

- **সতর্কতা বোঝাতে** : ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো।
- **ভাবের প্রগাঢ়তা বোঝাতে** : ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা।
- **কালের বিসত্মার বোঝাতে** : থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে।
- **আধিক্য বোঝাতে** : লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান।

✍ ক্লাশের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাৎক্ষণিক অনুশীলন করিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন-

১. 'হু হু করে বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে'। -বাক্যটিতে 'হু হু' কোন অর্থ প্রযুক্ত?
২. 'ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি'– এখানে ডেকে ডেকে দ্বিরুক্তি টি কোন অর্থ নির্দেশ করে?
৩. 'ডালভাত' কি অর্থের শব্দযোগে দ্বিরুক্ত হয়েছে ?
৪. 'কবি কবি ভাব কিন্তু ছন্দের অভাব'- 'কবি কবি' কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?
৫. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান- এখানে টাপুর টুপুর কোন ধরনের শব্দ?
৬. 'শিশুটি মা মা বলে কাঁদছে' – এখানে 'মা মা' দ্বিরুক্তিটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?
৭. সমার্থক শব্দ যোগে দ্বিরুক্তি হয়েছে কোনটি ?

শিক্ষকের আলোচ্য | সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যাবাচক শব্দের আলোচনা

সংখ্যাবাচক শব্দ: সংখ্যা বলতে গণনার ধারণা বোঝায়। যে সব শব্দ কোন বিশেষ্য পদ, অর্থাৎ কোন ব্যাক্তি বা বস্তুত্ব বা কোন কিছুর সংখ্যার ধারণা প্রকাশ করে, তাকে সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। যেমন- এক টাকা, দশটা গরম্ন, ইত্যাদি।

প্রকারভেদ: সংখ্যাবাচক শব্দ ৪ প্রকার-

অঙ্কবাচক সংখ্যা : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ইত্যাদি

পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা: এক, দই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বার, ইত্যাদি।

ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ : প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, ইত্যাদি।

তারিখবাচক শব্দ : পহেলা বৈশাখ, চৌদ্দই ফাল্গুন

শিক্ষকের আলোচ্য | পদাশ্রিত নির্দেশক

পদাশ্রিত নির্দেক বিষয়ক আলোচনা

পদাশ্রিত নির্দেশক: বাংলা ভাষায় কিছু কিছু প্রত্যয় বা শব্দাংশ শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে পদটির নির্দিষ্টতা কিংবা অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে। এগুলোকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলে।

বিভিন্ন পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার :

☑ **টি, টা :**

(ক) 'এক'-র সঙ্গে 'টি/টা' যুক্ত হলে তা অনির্দিষ্টতা বোঝায়। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে 'টি/টা' যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন- একটি দেশ, সে যেমনেই হোক দেখতে। (যে কোন একটি দেশ, অনির্দিষ্ট)

(খ) নির্দেশক সর্বনামের সঙ্গে 'টি/টা' যুক্ত হলে সেগুলো সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন- এটা নয়, ওটা আনো। ওইটেই আমার প্রিয় গান।

(গ) নিরর্থকভাবেও টি/টা ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। ন্যাকামিটা এখন রাখ।

☑ **গোটা**: বচনবাচক/সংখ্যাত্মক শব্দের আগে বসে। নির্দিষ্টতা কিংবা অনির্দিষ্টতা, দুই-ই বোঝাতে পারে। যেমন-

গোটা দেশটাই ছারখার হয়ে গেছে। (নির্দিষ্ট)
গোটা তিনেক আম দাও। (অনির্দিষ্ট)

☑ **খানা, খানি** : বচনবাচক/সংখ্যাত্মক শব্দের পরে বসে। নির্দিষ্টতা কিংবা অনির্দিষ্টতা, দুই-ই বোঝাতে পারে। যেমন-

দু'খানা কম্বল চেয়েছিলাম। (নির্দিষ্ট)
একখানা বই কিনে নিও। (অনির্দিষ্ট)

☑ **টাক, টুকু, টুক, টো**: নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন-

পোয়াটাক দুধ দাও। (অনির্দিষ্ট)
সবটুকু ওষুধই খেয়ে ফেলো। (নির্দিষ্ট)

☑ **বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত নির্দেশক; কেতা, তা, পাটি**: এগুলো বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

কেতা: এ তিন কেতা জমির দাম দশ হাজার টাকা মাত্র। দশ টাকার পাঁচ কেতা নোট।
তা : দশ তা কাগজ দাও।
পাটি : আমার এক পাটি জুতো ছিঁড়ে গেছে।

শিক্ষকের আলোচ্য | পরিভাষা/ পারিভাষিক শব্দ

পরিভাষা/ পারিভাষিক শব্দ বিষয়ক আলোচনা

সংজ্ঞা: প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে।

Aboriginal	আদিবাসী	Loggerhaeads	দা-কুমড়া সম্পর্ক	Hierarchy	আধিপত্য পরম্পরা
Anonymous	নামহীন/বেনামী	Manager	ব্যবস্থাপক	Handy	ব্যবহারে সুবিধাজনক
Amplitude	বিস্তার	Microbiology	অণুজীব বিজ্ঞান	Hybrid	উচ্চফলনশীল
Amplification	পরিবর্ধন	Mince	কীমা করা	Intellectual	বুদ্ধিজীবী
Allegory	রূপক	Modernism	আধুনিকতাবাদ	In abeyance	স্থগিত করা
Attested	প্রত্যায়িত	Meteor	উল্কা	Jerhin	আটসাট জামা
Anatomy	শারীরবিদ্যা	Nebula	নীহারিকা	Key-note	মূলভাব
Bribe	ঘুষ/উৎকোচ	Oxygen	অম্ল-জান	Training	প্রশিক্ষণ
Blocade	অবরোধ	Overrule	বাতিল করা	Treasure	কাষাধক্ষ
Biography	কচড়া	Odds and ends	মাঝে মাঝে	Take to task	তিরস্কার করা
Curtail	সংক্ষিপ্ত করা	Post Graduate	স্নাতকোত্তর	Time and again	বারবার
Coventant	চুক্তিপত্র	Periodical	সাময়িকী	Unstamped	সিলমোহরবিহীন
Coup	অভ্যুত্থান	Prominent	উল্লেখ যোগ্য	United State	যুক্তরাষ্ট্র
Cartoon	ব্যাঙ্গচিত্র	Provoke	উস্কানি দেওয়া	United Kingdom	যুক্তরাজ্য
Climax	মহামুহূর্ত	Parole	সাময়িক মুক্তি	Wisdom	প্রজ্ঞা
Dead lock	অচলাবস্থা	Play truant	স্কুল থেকে পালানো	Glossary	টীকাপঞ্জি
Equation	সমীকরণ	Pensive	বিষন্ন	Hydrogen	উদযান
Eradication	উচ্ছেদ	Quack	হাতুড়ে	Housing	আবাসন
Executive	নির্বাহী	Quarterly	ত্রৈমাসিক	Sponsor	পৃষ্ঠপোষক
Excise duty	আবগারী শুল্ক	Radio	বেতার	General Manager	মহাব্যবস্থাপক
Final	সমাপ্তি	Relevant	প্রাসঙ্গিক	Graduate	স্নাতক
File	নথি	Scarcity	অভাব	Stigma	লজ্জাস্কর দাগ
Flora	উদ্ভিদকূল	Study leave	শিক্ষাবকাশ	Sleeping partner	নিষ্ক্রিয় অংশিদার
Epicurism	ভোগবাদ	Secretary	সচিব	Subjudice	বিচারাধীন

ক্লাশের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাৎক্ষণিক অনুশীলন করিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন-

১. 'Parasite' -শব্দের বাংলা পরিভাষা
২. 'Depreciation' -এর গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা
৩. 'Puritanism' শব্দের মানে
৪. Sponsor শব্দের পারিভাষিক অর্থ কোনটি ?
৫. 'Civil' শব্দের পারিভাষিক শব্দ কোনটি ?
৬. 'Quota' এর পরিভাষা কি ?
৭. 'Intellectual' শব্দের বাংলা অর্থ কি ?
৮. 'Wisdom' শব্দের বাংলা অর্থ কোনটি ?
৯. 'Morphology'-এর বঙ্গানুবাদ হলো-
১০. প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুমূলক প্রতিশব্দকে কি বলে ?
১১. "Co-opted" এর পরিভাষা
১২. "Lease" শব্দের বাংলা পরিভাষা
১৩. 'Barren' শব্দের অর্থ-
১৪. Cease fire পরিভাষাটির বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি ?
১৫. The window panes steamed up-এর যথাযথ বাংলা
১৬. Transliteration-এর পরিভাষা
১৭. 'Pragmatic' শব্দের অর্থ কি ?
১৮. 'Autonomous' শব্দের অর্থ
১৯. 'Edition' শব্দের অর্থ ?
২০. Civil Society- এর পরিভাষা কি ?

শিক্ষকের আলোচ্য	উপসর্গ

উপসর্গ বিষয়ক আলোচনা

উপসর্গ বিষয়ক মৌলিক তথ্য	▣ উপসর্গ অব্যয় সূচক শব্দাংশ । ▣ উপসর্গ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয় । ▣ উপসর্গের নিজের কোন অর্থ নেই । ▣ উপসর্গকে ইংরেজিতে prefix বলা হয় । ▣ উপসর্গ স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না ।
উপসর্গের কাজ	▣ নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরী করে । ▣ শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায় । ▣ শব্দের পূর্ণতা আনে ।
উপসর্গের প্রকারভেদ	▣ **বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে। যথাঃ** বাংলা উপসর্গ; সংস্কৃত উপসর্গ ও বিদেশী উপসর্গ ।
বাংলা উপসর্গ	▣ বাংলা উপসর্গ একুশটি । ▣ খাঁটি বাংলা উপসর্গ সমূহ হলঃ অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, উন (ঊনা), আব, ইতি, কদ, কু, নি, পাতি, রাম, সু, হা, বি, ভর, সা, এবং স ।
তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ	▣ সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি । ▣ সংস্কৃত উপসর্গ সমূহ হলঃ প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দু (র), বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অপি, অভি, অতি, উপ, এবং আ ।
বিদেশি উপসর্গ	▣ **ফারসি উপসর্গ :** বদ, না, কম্, ফি, কার্, ব, বে, নিম, দার, বর । ▣ **আরবি উপসর্গ :** গর্, লা, খয়ের, বাজে, আম, খাস । ▣ **ইংরেজি উপসর্গ :** হেড, সাব, হাফ, ফুল । ▣ **উর্দু/হিন্দি উপসর্গঃ** হর ।
অন্যান্য	▣ চারটি উপসর্গ আছে যারা খাঁটি বাংলা ও তৎসম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । এগুলো হলঃ- আ, সু, বি, নি ।
উপসর্গযোগে সাধিত কিছু শব্দ	অকেজো, অচেনা, অপয়া, অচিন, অজানা, অথৈ, অঝোর, অঝোরে অজ পাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর অঘারাম, অঘাচ-ী অনাবৃষ্টি, অনাদর অনাছিষ্টি, অনাচার, অনামুখো, আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি আকাঠা, আগাছা আড়চোখে, আড়নয়নে আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা আড়কোলা, আড়গড়া (আস্তাবল), আড়কাঠি আনকোরা আনচান, আনমনা আবছায়া, আবডাল, ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে ইতিকথা, ইতিহাস উনপাঁজুরে, উনিশ কদবেল, কদর্য, কদাকার কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো বিভূঁই, বিফল, বিপথ ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা সলাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট সাজিরা, সাজোয়ান সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে, প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার প্রবেশ, প্রস্থান প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ পরাজয়, পরাভব অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন অপমৃত্যু সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর সমাগত, সম্মুখ নিবৃত্তি নিবারণ, নির্ণয় নিদাঘ, নিদারুণ নিষ্কলুষ, নিষ্কাম অবজ্ঞা, অবমাননা অবরোধ, অবগাহন, অবগত অবতরণ, অবরোহণ অবশেষ, অবসান, অবেলা অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুতাপ, অনুকরণ অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন অনুকূল, অনুকম্পা নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসনদুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নামদুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল বিচরণ, বিক্ষেপ বিকার, বিপর্যয় সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল সুগম, সুসাধ্য, সুলভ সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন উৎপাদন, উচ্চারণ উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী অধিরোহণ, অধিষ্ঠান অধিকার, অধিবাস, অধিগত পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন পরিশেষ পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ পরিক্রমণ, পরিম-ল প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদিন, প্রতিমাস প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার উপকূল, উপকণ্ঠ উপদ্বীপ, উপবন উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা উপনয়ন, উপভোগ অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত অভিযান, অভিসার অভিমুখ, অভিবাদন অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয় অতিমানব, অতিপ্রাকৃত আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র আরক্ত, আভাস, আনত আদান, আগমন ।

শিক্ষকের আলোচ্য | অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচণীয়

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচণীয় বিষয়ক আলোচনা

সংজ্ঞা: যে সব অব্যয়শ্রেণির শব্দ অন্য কোন শব্দের পরে বসে বিভক্তির মত কাজ করে তাকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

যেমন-: হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা।

- অনুসর্গ হচ্ছে অব্যয় বা অব্যয়জাত শব্দ। অনুসর্গের অপর নাম কর্মপ্রবণীয় শব্দ। অনুসর্গ বাক্যে অব্যয়পদ রূপে বসে। অনুসর্গগুলো বাক্যের অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে। এগুলো কখনো স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। কখনও শব্দ বিভক্তির মত বাক্যে স্থান গ্রহণ করে। অনুসর্গগুলো কখনও প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার 'কে' ও 'র' বিভক্তি যুক্ত শব্দের পরে বসে।

বাংলা ভাষায় অনেক অনুসর্গ রয়েছে। কিছু অনুসর্গের নমুনাঃ

অধিক, অবধি, অপেক্ষা, ওপর, উপরে কতৃক, কারণে, কাছে, চেয়ে, ছাড়া, জন্য, তরে, থেকে, দ্বারা, দিয়ে, নিকট, নিচে, নামে, নইলে, প্রতি, পরে, পর্যন্ত, পানে, পক্ষে, পাছে, পিছে, পাশে, বিনা, বিনে, বিনি, বিহনে, বই, ব্যতীত, বশত, বলে, বিহীন, ভিন্ন, ভিতর, ভিতরে, মত, মতন, মধ্যে, মাঝারে, সহ, সহিত, সহকারে, সাথে সঙ্গে, সনে, হেতু, হতে ইত্যাদি।

- বাংলা ভাষার সাধু রীতিতে কিছু অনুসর্গ রয়েছে। যেমনঃ বলিয়া, থাকিয়া, চাহিতে, হইতে, দিয়া, করিয়া, লাগিয়া, নহিলে ইত্যাদি।
- অনুসর্গগুলো বিভক্তির পরিবর্তে বসে। কিন্তু বিভক্তির কাজ চালায়। বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে এসব অব্যয় জাতীয় শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সাধারণ ব্যাপার। কারকের বেলায়ও অনুসর্গের ব্যবহার হয়। আবার কারক ছাড়া অন্য সম্বন্ধেও তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুসর্গের প্রয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য লেখেছেন, "পালকিতে করে যাওয়া চলে, পালকি দিয়ে চলে না। 'পালকিতে' করে মানুষ যায়, কিন্তু যায় 'পথ' দিয়ে। উপসর্গ যেমন ধাতুর পূর্বে বসে অর্থের বৈচিত্র্য আনে, তেমনি অনুসর্গ নাম পদের অনুতে বা পরে বসে বাক্যের অর্থকে স্পষ্ট করে। বিভিন্ন কারকে এই অনুসর্গগুলো স্থান পায়। যেমন:

১। **করণকারকে:** দ্বারা, দিয়ে, দিয়া, করে, করিয়া, কর্তৃক, সাহায্যে ইত্যাদি।
২। **সম্প্রদান কারকে:** জন্য, নিমিত্ত, হেতু, অর্থে, তরে, লাগিয়া, উদ্দেশ্যে, ইত্যাদি।
৩। **অপাদান কারক:** হতে, থেকে, হইতে, চেয়ে, অপেক্ষা, নিকট হইতে, কাছ থেকে ইত্যাদি।
৪। **অধিকরণ কারক:** কাছে, নিকটে, মধ্যে, মাঝে, পাশে, ভিতরে, উপরে, পানে, দিকে ইত্যাদি।

বাক্যে অনুসর্গের প্রয়োগঃ

১। অধিক:	এর চেয়ে অধিক কাল তোমার মাথার চুল। পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক বলার প্রয়োজন নেই।
২। অবধি:	জনম অবধি হাম রূপ নেহরিনু। শেষ অবধি অপেক্ষা করব।
৩। অপেক্ষা:	ধন অপেক্ষা জ্ঞান বড়। মানিক অপেক্ষা মানিক পড়ায় ভাল।
৪। উপরে:	সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।
৫। বিনে (কর্তৃ কারকের সঙ্গে):	তুমি বিনে আমার কে আছে।
৬। পর (দীর্ঘ বিরতি অর্থে):	শরতের পর আসে বসন্ত।
৭। পরে (স্বল্প বিরতি অর্থে):	এ দেশের মাঝে একদিন সবকিছু ছিল।
৯। তরে (জন্য অর্থে):	শুধু বৈকুণ্ঠের তরে নহে বৈঞ্চবের গান।
১০। বিনি (করন্ন কারকের সঙ্গে):	বিনি সুতায় গাঁথা মালা।
১১। সহিত (সমসূত্রে অর্থে):	শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।
১২। মাঝারে (ব্যপ্তি অর্থে):	আছ তুমি প্রভু জগত মাঝারে।
১৩। বিহনে (ব্যতিরেকে অর্থে):	উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
১৪। লাগিয়া (নিমিত্তার্থে):	সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।
১৫। হেতু (নিমিত্ত অর্থে):	'কি হেতু এসেছে তুমি কহ বিস্তারিয়া'
১৬। সনে (বিরন্নদ্ধগামিতা অর্থে):	'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
১৭। মত (ন্যায় অর্থে):	এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম।

শিক্ষকের আলোচ্য | **বাগধারা**

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাগধারা

- **অকাল কুসুম** - অসম্ভব জিনিস
- **অকাল কুস্মা-** - অপদার্থ
- **অকাল বোধন** - অসময়ে আবির্ভাব
- **অগাকা-/অঘাচ-ী/অঘারাম** - নির্বোধ/ নিরেট বোকা
- **অগাধ জলের মাছ** - অতি চালাক ব্যক্তি
- **অগ্নিশর্মা** - নিরতিশয় ক্রুদ্ধ
- **অগ্নিপরীক্ষা** - কঠিন পরীক্ষা
- **অগ্যস্ত্য যাত্রা** - শেষ বিদায়
- **অজগর বৃত্তি** - আলসেমি
- **অর্ধচন্দ্র** - গলা ধাক্কা দেওয়া
- **অন্তঃস্বরে টিপুনি** - গোপন ইশারা/ গোপন কথা
- **অনুরোধে ঢেঁকি গেলা** - অনুরোধে অসম্ভব কিছু করা
- **অন্ধকার দেখা** - হতবুদ্ধি
- **অন্ধের যষ্টি** - একমাত্র অবলম্বন
- **অপোগ-** - অকর্মণ্য
- **অমাবস্যার চাঁদ** - দুর্লভ বস্তু
- **অরণ্যে রোদন** - বৃথা আবেদন
- **অষ্টকপাল** - হতভাগ্য
- **অষ্টরম্ভা** - ফাঁকি
- **অহি নকুল** - ভীষণ শত্রুতা
- **অশীতিপর** - আশি বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তি
- **অতি চালাকের গলায় দড়ি** - বেশি চালাকির অশুভ পরিণাম
- **আকাশ কুসুম** - অসম্ভব কল্পনা
- **আকাশ পাতাল** - বিশাল ব্যবধান
- **আকাশ ভেঙ্গে পড়া** - হঠাৎ বিপদ দেখা
- **আক্কেল গুড়ুম** - হতবুদ্ধি হওয়া
- **আক্কেল সেলামী** - বোকামির দ-
- **আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ** - হঠাৎ ধনী হওয়া
- **আটকপালে** - হতভাগা
- **আটাশে ছেলে** - দুর্বল ছেলে
- **আদায় কাঁচকলায়** - ভীষণ শত্রুতা
- **আম জনতা** - সাধারণ মানুষ
- **আমড়া কাঠের ঢেঁকি** - অপদার্থ
- **আমড়াগাছি করা** - অযথা প্রশংসা করা
- **আমদুধে মেশা** - সুন্দর মিল
- **আষাঢ়ে গল্প** - আজগুবি গল্প, গাজাখুরি গল্প
- **আয়োসুয়ো** - সধবা স্ত্রীলোকের দল
- **ইঁচড়ে পাকা** - অকালপক্ব
- **ক অক্ষর গোমাংস** - মূর্খ বা অশিক্ষিত ব্যক্তি
- **কচ্ছপের কামড়** - নাছোড়বান্দা
- **কচু পোড়া** - অখ্যাদ্য
- **কচুবনের কালাচাঁদ** - অপদার্থ
- **কত ধানের কত চাল** - টের পাওয়ানো
- **কলা দেখানো** - ফাঁকি দেওয়া
- **কলির সন্ধ্যা** - দুর্দিনের সূত্রপাত
- **কলির কেষ্ট** - দুশ্চরিত্র
- **কলুর বলদ** - একটানা খাটুনি করে যে
- **কড়ায় গ-ায়** - সম্পূর্ণ
- **কংস মামা** - নির্মম আত্মীয়
- **কড়িকাঠ গনা** - কাজ না করে কাল হরণ
- **কাক নিদ্রা** - অগভীর নিদ্রা
- **কাঁচা পয়সা** - নগদ উপার্জন
- **কাঁচা বাঁশেঘুন ধরা** - অল্প বয়সে স্বভাব নষ্ঠ
- **কাঁঠালের আমসত্ব** - অসম্ভব বস্তু
- **কাঠের পুতুল** - নির্বাক
- **কানকাটা** - বেহায়া
- **কানপাতলা** - বিশ্বাসপ্রবণ
- **কানে তোলা** - কোন কথা উত্থাপন করা
- **কালে ভদ্রে** - কদাচিৎ
- **কাষ্ঠহাসি** - শুকনো হাসি
- **কিম্ভূতকিমাকার** - অদ্ভুত ও কুৎসিত
- **কুঁজড়োপনা** - ঝগড়াটে স্বভাব
- **কুম্ভিলক** - যে অপরের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালায়।
- **কুম্ভীরাশ্রু** - মায়াকান্না, কপট অশ্রু
- **কুল কাঠের আগুন** - তীব্র জ্বালা
- **কুলোপরা চক্কর** - সারহীন আড়ম্বর
- **কূপম-ূক** - সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন, ঘরকুনো
- **কূর্মঅবতার** - অলস
- **কেউকেটো** - সামান্য
- **কেঁচে-ূষ** - নতুন করে আরম্ভ করা
- **কেতাদুরস্থ** - পরিপাটি
- **কেবলা হাকিম** - অনভিজ্ঞ ও বোকা
- **কেষ্ট-বিষ্টু** - বিশিষ্ট লোক
- **কৈ মাছের প্রাণ** - দীর্ঘজীবী
- **কোলা ব্যাঙ** - বাকসর্বস্ব

- ❖ **ইতনিদকুঁড়ে** - অলস
- ❖ **ইতর বিশেষ** - পার্থক্য
- ❖ **ইঁদুর কপালে** - মন্দভাগ্য
- ❖ **ইলশে গুঁড়ি** - গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
- ❖ **উজানের কৈ** - সহজ লভ্য
- ❖ **উত্তম মধ্যম** - প্রহার
- ❖ **উনকোটি চৌষট্টি** - প্রায় সম্পূর্ণ
- ❖ **উনপাঁজুরে** - দুর্বল
- ❖ **উনপঞ্চাশ বায়ু** - পাগলামি, পাগলামি হাওয়া
- ❖ **উড়ে এসে জুড়ে বসা** - অনধিকার চর্চা
- ❖ **উড়নচন্ডী** - অমিতব্যয়ী
- ❖ **উড়োচিঠি** - বেনামি পত্র
- ❖ **উলুবনে মুক্তা ছড়ানো** - অপাত্রে মূল্যবান কিছু দান করা
- ❖ **এক ক্ষুরে মাথা কামানো- এক দলভুক্ত**
- ❖ **এক গোয়ালের গরু** - এক শ্রেণিভুক্ত
- ❖ **এক চোখা** - পক্ষপাত দুষ্ট
- ❖ **একাদশে বৃহস্পতি** - সৌভাগ্যের বিষয়
- ❖ **এসপার ওসপার** - মীমাংসা
- ❖ **এলাহী কান্ড** - বিরাট আয়োজন
- ❖ **এলেবেলে** - নিকৃষ্ট
- ❖ **ওজন বুঝে চলা** - আত্মসম্মান রক্ষা করা
- ❖ **ওষুধ করা** - বশ করা
- ❖ **ঔষধ ধরা** - সক্রিয় হওয়া
- ❖ **চক্ষু দান করা** - চুরি করা
- ❖ **চশমখোর** - সম্পূর্ণ বেহায়া
- ❖ **চড়ুই পাখির প্রাণ** - ক্ষীণজীবী লোক
- ❖ **চাঁদের হাট** - প্রিয়জন সমাগম
- ❖ **চিনির পুতুল** - শ্রমকাতুরে
- ❖ **চিনির বলদ** - ভারবাহী
- ❖ **চোখের চামড়া/পর্দা** - চক্ষু লজ্জা
- ❖ **চোখ খোলা রাখা** - সতর্ক থাকা
- ❖ **চোখের বালি** - শত্রু
- ❖ **চৌদ্দবুড়ি** - প্রচুর
- ❖ **ছ কড়া ন কড়া** - অপচয়/ অবহেলা করা
- ❖ **ছক্কা পাঞ্জা করা** - বড় বড় কথা বলা
- ❖ **ছাই চাপা আগুন** - গোপন রাগ
- ❖ **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা** - গুরুত্বহীন ব্যক্তিই শেষ রক্ষা
- ❖ **ছা-পোষা** - পোষ্য ভারাক্রান্ত
- ❖ **ছেলের হাতের মোয়া** - সহজ বস্তু
- ❖ **ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা** - পরকে আপন করার চেষ্টা
- ❖ **জগদ্দল পাথর** - গুরুভার
- ❖ **জগা খিচুড়ি** - বিশৃঙ্খলা
- ❖ **খয়ের খাঁ** - তোষামুদে
- ❖ **খাবি খাওয়া** - ছটফট করা
- ❖ **খামকাজ** - ভুলকাজ
- ❖ **খাল কেটে কুমির আনা** - নিজের দোষে বিপদ ডেকে আনা
- ❖ **খাস তালুকের প্রজা** - খুব অনুগত ব্যক্তি
- ❖ **খোদার খাসি** - ভাবনাচিন্তাহীন এবং হৃষ্ঠ-পুষ্ট লোক ।
- ❖ **গজেন্দ্র গমন** - মৃদু মন্থর গমন
- ❖ **গ-গ্রাম** - অজপাড়া গাঁ
- ❖ **গড্ডলিকা প্রবাহ** - অন্ধ অনুকরণ
- ❖ **গদাই লস্করী চাল** - কুঁড়েমি
- ❖ **গভীর জলের মাছ** - যার অনেক বুদ্ধি আছে
- ❖ **গরমাগরম** - টাটকা, সতেজ
- ❖ **গরিবের ঘোড়া রোগ** - অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা
- ❖ **গরু মেরে জুতো দান** - বড় ক্ষতি করে সামান্য পূরণ
- ❖ **গলায় গামছা দেওয়া** - বাধ্য করা
- ❖ **গা করা** - উদ্যোগী হওয়া
- ❖ **গাছে কাঁঠাল গোফে তেল**- শুরুর আগেই ফলাফলের প্রত্যাশা
- ❖ **গায়েমাখা** - গুরুত্ব দেওয়া
- ❖ **গুরু চন্ডালী** - উঁচু নিচুর সহাবস্থান
- ❖ **গুড়ে বালি** - আশায় নৈরাশ্য
- ❖ **গোঁ ধরা** - এক গুঁয়েমি করা
- ❖ **গোঁফ খেজুরে** - অলস
- ❖ **গোবর গণেশ** - অকর্মণ্য, নিরেট মূর্খ
- ❖ **গোবরে পদ্মফুল** - নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি
- ❖ **গো-মূর্খ** - নিরেট মূর্খ
- ❖ **গোড়ায় গলদ** - প্রথমেই ত্রুটি
- ❖ **গোয়ার গোবিন্দ** - কান্ডজ্ঞানহীন
- ❖ **গোলস্নায় যাওয়া** - নষ্ট হওয়া
- ❖ **গৌড়চন্দ্রিকা** - ভূমিকা
- ❖ **ঘটিরাম** - অযোগ্য
- ❖ **ঘটি ডোবে না নামে তাল পুকুর** - যোগ্যতা ছাড়াই অহংকার দেখানো
- ❖ **ঘণ্টাগরুড়** - অকর্মণ্য লোক
- ❖ **ঘাটের মরা** - অতি বৃদ্ধ
- ❖ **ঘুঘু চড়ানো** - সর্বনাশ করা
- ❖ **ঘোড়ারোগ** - মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা
- ❖ **ঘোড়ার ডিম** - অলীক বস্তু
- ❖ **ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো**-একজনের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষাদান
- ❖ **ঝোপ বুঝে কোপ মারা** - সুযোগ মতো কাজ করা
- ❖ **টইটম্বুর** - কানায় কানায় পূর্ণ করা
- ❖ **টনক নড়া** - সজাগ হওয়া
- ❖ **টীকাভাষ্য** - দীর্ঘ আলোচনা
- ❖ **টুপ ভুজঙ্গ** - নেশায় বিভোর

- জলে কুমির ডাঙায় বাঘ - উভয় সঙ্কট
- জিলাপির প্যাঁচ - কুটিল
- জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ - ছোটবড় সব কাজ
- ঝরো কাক - বিপর্যস্ত
- ঝাকের কই - একই দলের লোক
- ঝারে বংশে - সবসুদ্ধ
- ঢক্কা নিনাদ - উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা
- ঢাক ঢাক গুড় গুড় - লুকোচুরি
- ঢাকের কাঠি - তোষামুদে, মোসাহেব
- ঢাকের বায়া - যার কোন মূল্য নেই
- ঢি ঢি পড়া - কলঙ্ক
- ঢেঁকি অবতার - নির্বোধ লোক
- তামার বিষ - অর্থের কুপ্রভাব
- তাসের ঘর - ক্ষণস্থায়ী
- তাল ঠোকা - সগর্ব উক্তি
- তাল পাতার সেপাই - অতিশয় দুর্বল
- ত্রিশঙ্কু অবস্থা - মধ্যাবস্থা
- তীর্থের কাক - প্রতীক্ষারত
- তুবড়ি ছোটা - বেশি কথা বলা
- তুলশী বনের বাঘ - ভ-
- পঞ্চত্ব প্রাপ্তি - মারা যাওয়া
- পঞ্চমুখ হওয়া - অতিরিক্ত কথা বলা
- পটল তোলা - মারা যাওয়া
- পর্বতের মূষিক প্রসব - বিরাট সম্ভাবনা থেকে সামান্য প্রাপ্তি
- পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা- অন্যের কষ্টের ফল ভোগ করা
- পাথরে পাঁচ কিল - প্রবল সৌভাগ্য
- পান্তা ভাতে ঘি - অপব্যবহার
- পামপট্টি - চাপা মারা
- পায়াভারী - অহঙ্কারী
- পাশ কাটানো - এড়িয়ে যাওয়া
- পালের গোদা - সর্দার
- পুটি মাছের প্রাণ - স্বল্পজীবী
- পৃষ্ঠপ্রদর্শন - পালানো
- পেটের ভাত চাল হওয়া - মোটেও হজম না হওয়া
- পোয়াবারো - সুসময়
- পুকুর চুরি - বড় ধরনের চুরি
- পোঁ-ধরা - সহকারিতা করা
- ভদ্রতার বালাই - সাধারণ সৌজন্যবোধ
- ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া - মারা যাওয়া
- ভড়া বুবি - সর্বনাশ
- ভড়াডুবির মুষ্টিলাভ - সব হারাবার পর সামান্য যা থাকে
- ভাগ্যের দোহাই দেওয়া - কপালে হাত দেওয়া
- ঠক বাছতে গা উজার - ভালো মানুষের অভাব
- ঠাঁই ঠাঁই - আলাদা আলাদা
- ঠুটো জগন্নাথ - অকর্মণ্য
- ঠোঁট কাটা - স্পষ্টভাষী
- ডাকাবুকা - নির্ভীক
- ডান হাতের ব্যাপার - খাওয়া
- ডানা কাটা পরী - সুন্দরী নারী
- ডুমুরের ফুল - বিরল বস্তু
- ডামাডোল - গোলযোগ
- তেলও কম ভাজাও মুচমুচে - অল্প উপকরণে ভালো ব্যবস্থা
- তোলা হাঁড়ি - সঞ্চয়
- দক্ষিণার জোর - টাকা পয়সা দিয়ে
- দস্ত-ব-দস্ত - হাতেনাতে
- দা-কুমড়া - ভীষণ শত্রুতা
- দুধের মাছি - সুসময়ের বন্ধু
- দু কান কাটা - বেহায়া
- দোহাইমানা - নজির দেখানো
- ধর্মের ষাড় - স্বার্থপর, যথেচ্ছাচারী
- ধরি মাছ না ছুঁই পানি - কৌশলে কার্যোদ্ধার ।
- ধড়িবাজ - ধূর্ত ও ফন্দিবাজ
- ধামাধরা - তোষামোদ কারী
- ধিনিকেষ্ট - দায়িত্বপালনহীন ব্যক্তি
- ধুমড়ো লোচন - অদ্ভুত বা কিম্ভুত ধরণের লোক
- নগদ নারায়ণ - কাঁচা টাকা
- ননির পুতুল - সহজে কাতর
- নাকের বদলে নরুন - যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম পাওয়া
- নাটের গুরু - মূল নায়ক
- নিমরাজি - আংশিক স্বীকার করা
- নিরানব্বইয়ের ধাক্কা - সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
- নেপোয় মারে দই - ধূর্ত লোকের ফলপ্রাপ্তি
- ফপর দালালি - চালবাজি(গায়ে পড়ে সমর্থন করা) ।
- ফাঁটা কপাল - মন্দ্রভাগ্য
- ফাঁপা ঢেকি - সামর্থহীন ।
- ফেঁপে ওঠা - ধনী হওয়া
- বক ধার্মিক - ভ-
- বর্ণচোরা - কপটচারী
- বসন্তের কোকিল - সুদিনের বন্ধু
- বাগে পাওয়া - কাবু করা
- বাঘের চোখ - দুঃসাধ্য বস্তু
- বাঘের মাসি - আরাম প্রিয় ব্যক্তি
- বাপের ঠাকুর - উচ্ছন্নে যাওয়া
- বালির বাঁধ - ক্ষণস্থায়ী বস্তু

- ভানুমতির খেল - অবিশ্বাস্য ব্যাপার
- ভাঁড়ে মা ভবানী - একবারে দারিদ্র
- ভিজা বিড়াল - কপট আচরণকারী
- ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ - অপচয়জনক ব্যাপার
- ভুঁইফোড় - নতুন আগমন
- ভুষণ্ডীর কাক - দীর্ঘায়ু ব্যক্তি, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি
- ভেরে-া ভাজা - অকাজে সময় নষ্ট করা
- মগের মুলস্নুক - অরাজক দেশ
- মণিকাঞ্চন যোগ - উপযুক্ত মিলন
- মনে ধরা - পছন্দ হওয়া
- ম-ম করা - সুগন্ধিতে ভরে যাওয়া
- মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া - বড় ক্ষতি হওয়া
- মাকাল ফল - অন্তঃসার শূন্য
- মাছের মা - নিষ্ঠুর
- মাছের মায়ের পুত্রশোক - লোক দেখানো শোক
- মাৎস্যন্যায় - অরাজকতা
- মুখে খই ফোটা - অতিরিক্ত বকবক করা
- মুখচোরা - লাজুক
- মুখতোলা - প্রসন্ন হওয়া
- মিছরির ছুরি - মুখে মধু অন্তরে বিষ
- মোগলদের সঙ্গে খানা খাওয়া- অভিজাতদের সঙ্গে ওঠাবসা।
- রথ দেখা কলা ভেজা - উভয় কর্ম সাধন
- রাঘব বোয়াল - প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি
- রাজা উজির মারা - লম্বা চওড়া কথা বলা
- রাজযোটক - চমৎকার মিল
- রাবণের গোষ্ঠী - বড় পরিবার
- রাবণের চিতা - চির অশান্তি
- রামগড়ুরের ছানা - গোমড়ামুখো লোক
- রম্নই কাতলা - ক্ষমতাশালী ব্যক্তি
- লক্কা পায়রা - ফুল বাবু
- লম্বা দেওয়া - পালানো
- লেফাফা দুরস্ত্ম - বাহিরের ঠাট বজায় রেখে চলা
- হাত জোড়া থাকা - কর্মব্যস্ত থাকা
- হাত টান - চুরির অভ্যাস
- হাত তোলা - প্রহার করা
- হাতের পাঁচ - শেষ সম্বল
- হাতির পাঁচ পা দেখা - গর্বে আনন্দিত হওয়া
- হায়রে আমড়া কেবল আঁটি আর চামড়া - অন্তঃস্বারশূন্য।
- বিনা মেঘে বজ্রপাত - হঠাৎ বিপদ
- বিড়াল তপস্বী - ভ- সাধু
- বিড়ালের আড়াই পা - বেহায়াপনা
- বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর - অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন
- ব্যাঙের সর্দি - অসম্ভব ঘটনা
- ব্যাঙের আধুলি - সামান্য ধনে অহঙ্কার
- বুদ্ধির ঢেঁকি - নিরেট বোকা
- শকুনি মামা - কুচক্রী লোক
- শ-কার-ব-কার করা - গারি দেয়া অর্থে ব্যবহৃত
- শাখের করাত - দুদিকেই বিপদ
- শাপেবর - অনিষ্ট করতে গিয়ে ভাল হওয়া
- শিকায় তোলা - স্থগিত
- শিয়ালের যুক্তি - অসম্ভব যুক্তি
- শিরে সংক্রান্তি - আসন্ন বিপদ
- শ্রীঘর - জেলখানা
- সবে ধন নীলমনি - একমাত্র অবলম্বন
- সাক্ষী গোপাল - নিষ্ক্রিয় দর্শক
- সাত সতের - বিচিত্র রকমের
- সাতেও না পাঁচেও না - নির্লিপ্ত
- সাপে নেউলে - ভীষণ শত্রুতা
- সাপের পাঁচ পা দেখা - দর্প
- সুখের পায়রা - সুসময়ের বন্ধু
- সোনায় সোহাগা - সুন্দর মিল
- ষ-ামার্কা - একগুঁয়ে ও বলিষ্ঠ
- ষাঁড়ের গোঁ - প্রবল জেদ
- ষোল কড়াই কানা - সব অসার
- হরিষে বিষাদ - আনন্দে হঠাৎ দুঃখ
- হরিলুট - অপচয়
- হস্তিমুখ - ভীষণ বোকা
- হাটুর বয়স - নিতান্ত শিশু
- হাটে হাড়ি ভাঙা - গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া
- হাত ভারি - কৃপণ
- হাত কামড়ানো - আফসোস করা
- হাত চালানো - তাড়াতাড়ি করা
- হাত জুড়ানো - স্বস্তি লাভ করা
- হাড় হাভাতে - হতভাগ্য
- হাল বায় না তেড়ে গুঁতোয় - কুকাজে পটুত্ব
- হালে পানি পাওয়া - বিপদমুক্ত হওয়া

শিক্ষকের আলোচ্য	ক্লাসের বিষয়াবলীর উপরে তাৎক্ষণিক চর্চা

১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই কি ধরনের চরিত্র?
ক. শ্রী রাধার ননদিনী খ. শ্রী রাধার শাশুড়ি গ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী ঘ. জনৈক গোপবালা

২. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-
ক. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা খ. লোকসঙ্গীত গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান ঘ. পীর পাঁচালী

৩. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. হরিদত্ত খ. ভারতচন্দ্র গ. মুকুন্দরাম ঘ. চ-ীদাস

৫. 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'-কে বলেছেন?
ক. চ-ীদাস ক. বিদ্যাপতি গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ. বিবেকানন্দ

৬. 'পদাবলীর' প্রথম কবি কে?
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি গ. চ-ীদাস ঘ. জ্ঞানদাস

৭. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়?
ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা খ. একরকম কৃত্রিম কবিভাষা গ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল ঘ. মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা

৮. বাংলা ভাষা কোন শব্দটি গ্রহণ করেছে চীনা ভাষা থেকে?
ক. চাকু ও চাকর খ. খদ্দর, হরতাল গ. চা, চিনি ঘ. রিক্সা, রেস্তোরাঁ

৯. 'বকলম' শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে-
ক. ফারসি ভাষা থেকে খ. আরবি ভাষা থেকে গ. হিন্দি ভাষা থেকে ঘ. বর্মি ভাষা থেকে

১০. 'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ?
ক. পাঞ্জাবী খ. জাপানি গ. তুর্কি ঘ. গুজরাটি

১১. কোনটি হিন্দি শব্দ?
ক. আব্বু খ. কলম গ. পানি ঘ. মৌসুম

১২. বোতাম, বালতি, আনারস, চাবি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. ফরাসি খ. ওলন্দাজ গ. পর্তুগিজ ঘ. চৈনিক ঙ. আরবি

১৩. ক্যারাটে, জুতো, রিকশা কোন দেশি শব্দ?
ক. জার্মানি খ. জাপানি গ. চীনা ঘ. অস্ট্রেলিয়ান ঙ. কোনোটিই নয়

১৪. কোন্টি তৎসম শব্দ ?
ক. চা খ. চেয়ার গ. ধর্ম ঘ. কান ঙ. কোনটিই নয়

১৫. 'হাঙ্গামা' শব্দটি কোন ভাষার?
ক. আরবি খ. ফারসি গ. গুজরাটি ঘ. পাঞ্জাবি

১৬. 'বিচরণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. সাধারণ খ. প্রভাব গ. অভাব ঘ. গতি

১৭. 'অপ' কী ধরনের উপসর্গ?
ক. সংস্কৃত খ. বাংলা গ. বিদেশি ঘ. মিশ্র

১৮. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য-
ক. অব্যয় ও শব্দাংশ খ. নতুন শব্দ গঠন গ. উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে ঘ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশে

১৯. 'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
ক. নেতিবাচক খ. বিয়োগান্ত গ. নঞর্থক ঘ. অজানা

২০. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে-
ক. আরবি ভাষা থেকে খ. ফরাসি ভাষা থেকে গ. হিন্দি ভাষা থেকে ঘ. উর্দু ভাষা থেকে

২১. 'কচ্ছপের কামড়' বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে-
ক. কঠিন কামড় খ. অলসতা গ. সফলতা ঘ. কঠিন কাজে সফল হওয়া ঙ. নাছোড়বান্দা

২২. 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগধারাটির অর্থ-
ক. প্রচ- ধাক্কা খ. বিপদ গ. সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ঘ. তীরে পৌছাবার ঝক্কি ঙ. স্পর্ধা বৃদ্ধি

২৩. 'নাটের গুরন্ন' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক. খল নায়ক খ. নাট্য গুরু গ. মূল নায়ক ঘ. গুরু

২৪. "রাবণের চিতা"-এর অর্থ-
ক. অনিষ্টে ইস্ট লাভ খ. চির অশান্তি গ. অরাজকতা ঘ. সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাঁধানো

২৫. 'তুলসী বনের বাঘ' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক. ভদ্র স্বভাব খ. অকর্মণ্য গ. ভ- ঘ. হিসাবী ঙ. কোনটিই নয়

২৬. 'তামার বিষ' কথাটির অর্থ কি?
ক. খাদ্যের বিষক্রিয়া খ. অর্থের কুপ্রভাব গ. বিষের পাত্র ঘ. বংশের কুপ্রভাব ঙ. কোনটিই নয়

২৭. 'ঝাঁকের কই'- বাগধারাটির অর্থ কি?
ক. অসম্ভব চালাক খ. বর্ষাকালীন মাছ গ. একই দলের লোক ঘ. একতাই বল ঙ. কোনটিই নয়

২৮. 'দশ চক্রে ভগবান ভূত'-প্রবাদটি কি অর্থ বোঝায়?
ক. দশ জনের চক্রান্তে ন্যায়কে অন্যায় করা খ. একতাই শক্তি, একাতে অসম্ভব
গ. দশ জনের চক্রান্তে ভগবানকে মিথ্যা প্রমাণ করা ঘ. প্রয়োজনে নিকৃষ্ট জিনিসের ব্যবহার

২৯. 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ'-প্রবাদটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক. ঝামেলার উপর ঝামেলা খ. প্রয়োজনীয় কাজে যথাযথ খরচ
গ. যোগ্য শাসনে বাদী বিবাদী উভয়ে ভীত ঘ. নিশ্চিত সাফল্য হাতছাড়া করে দেয়া ঙ. কোনোটিই নয়

৩০. 'অশীতিপর' শব্দের অর্থ কী?
ক. শীত সহ্য করতে অবম ব্যক্তি খ. আশি বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তি
গ. শীতে কাতর নয় এমন ব্যক্তি ঘ. প্রাচীন ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী ব্যক্তি

শিক্ষার্থীর করণীয় | শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি ও মঙ্গলকাব্য (অনুশীলন)

০১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচীয়তা কে?
ক. জ্ঞানদাস খ. দীন চ-ীদাস গ. বড়ু চ-ীদাস ঘ. দীনহীন চ-ীদাস

০২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই কি ধরনের চরিত্র?
ক. শ্রী রাধার ননদিনী খ. শ্রী রাধার শাশুড়ি গ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী ঘ. জনৈক গোপবালা

০৩. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-
ক. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা খ. লোকসঙ্গীত গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান ঘ. পীর পাঁচালী

০৪. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?
ক. বিজয়গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. কানাহরি দত্ত

০৫. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা

০৬. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্য ধারার চরিত্র?
ক. চ-ীমঙ্গল খ. মনসা মঙ্গল গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল

০৭. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. হরিদত্ত খ. ভারতচন্দ্র গ. মুকুন্দরাম ঘ. চ-ীদাস

০৮. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'- এই প্রার্থনা কার?
ক. ভাড়ু দত্ত খ. চাঁদ সওদাগর গ. নলকুবের ঘ. ঈশ্বরী পাটনী

০৯. বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?
ক. নবদ্বীপের খ. মিথিলার গ. বৃন্দাবনের ঘ. বর্ধমানের

১০. 'পদাবলীর' প্রথম কবি কে?
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি গ. চ-ীদাস ঘ. জ্ঞানদাস

১১. পদ বা পদাবলী বলতে কি বুঝায়?
ক. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলী খ. পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ. বাউল বা মরমী গীতি ঘ. বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষেয়ের বিশেষ দৃষ্টি

১২. পদাবলী লিখেছেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ. কায়কোবাদ

১৩. 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'-কে বলেছেন?

ক. চন্ডীদাস　　ক. বিদ্যাপতি　　গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস　　ঘ. বিবেকানন্দ

১৪. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়?

ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা　　খ. একরকম কৃত্রিম কবিভাষা　　গ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল　　ঘ. মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা

১৫. চন্ডীদাস কোন যুগের কবি?

ক. প্রাচীন যুগ　　খ. মধ্যযুগ　　গ. আধুনিক যুগ　　ঘ. উত্তর-আধুনিক যুগ

১৬. বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কি?

ক. মাগধী　　খ. অসমিয়া　　গ. মরমিয়া　　ঘ. ব্রজবুলি

১৭. কোনো মঙ্গল কাব্যে কয়টি অংশ থাকে?

ক. ৩টি　　খ. ৫টি　　গ. ৭টি　　ঘ. ৮টি

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	গ	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	খ
১০	খ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	খ		

শিক্ষার্থীর করণীয় | শব্দগঠন ও শব্দ প্রকরণ বিষয়ক (অনুশীলন)

০১. বাংলা ভাষা কোন শব্দটি গ্রহণ করেছে চীনা ভাষা থেকে?

ক. চাকু ও চাকর　　খ. খদ্দর, হরতাল　　গ. চা, চিনি　　ঘ. রিক্সা, রেস্তোরাঁ

০২. 'জানালা' শব্দটি-

ক. ফারসি　　খ. হিব্রু　　গ. পর্তুগিজ　　ঘ. তুর্কি

০৩. 'বকলম' শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে-

ক. ফারসি ভাষা থেকে　　খ. আরবি ভাষা থেকে　　গ. হিন্দি ভাষা থেকে　　ঘ. বর্মি ভাষা থেকে

০৪. কোন শব্দটি ফারসি?

ক. মুসাফির　　খ. তকদির　　গ. পেরেশান　　ঘ. মজলুম

০৫. কোনটি হিন্দি শব্দ?

ক. আব্বু　　খ. কলম　　গ. পানি　　ঘ. মৌসুম

০৬. কোনটি ইংরেজি শব্দ?

ক. ম্যাজেন্টা　　খ. পিস্তল　　গ. আলমারি　　ঘ. কমা

০৭. কোনটি সাধিত শব্দ নয়?

ক. পানসা　　খ. ফুলেল　　গ. গোলাপ　　ঘ. হাতল

০৮. 'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ?

ক. পাঞ্জাবী　　খ. জাপানি　　গ. তুর্কি　　ঘ. গুজরাটি

০৯. যেসব সংস্কৃত শব্দ কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই বাংলা ভাষায় এসেছে তাদেরকে কী বলে?

ক. তৎসম শব্দ　　খ. তদ্ভব শব্দ　　গ. অর্ধ তৎসম শব্দ　　ঘ. মিশ্র শব্দ　　ঙ. কোনটিই নয়

১০. কোনগুলো দেশি শব্দ?

ক. হস্ত, মস্তক　　খ. গিন্নী, গতর　　গ. চাঁদ, ভাত　　ঘ. খোকা, চাঁপা　　ঙ. চোট, লুঙ্গি

১১. বোতাম, বালতি, আনারস, চাবি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. ফরাসি　　খ. ওলন্দাজ　　গ. পর্তুগিজ　　ঘ. চৈনিক　　ঙ. আরবি

১২. 'দারোগা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. ফরাসি　　খ. পর্তুগিজ　　গ. তুর্কি　　ঘ. আরব　　ঙ. গুজরাটি

১৩. 'অম্লজান'-এর ইংরেজি কি?
ক. Oxygen খ. Hydrogen গ. Antacid ঘ. Acerbic ঙ. কোনোটিই নয়

১৪. ক্যারাটে, জুতো, রিকশা কোন দেশি শব্দ?
ক. জার্মানি খ. জাপানি গ. চীনা ঘ. অস্ট্রেলিয়ান ঙ. কোনোটিই নয়

১৫. কবুল, কলম, তুফান কোন দেশি শব্দ?
ক. ফারসি খ. আরবি গ. তুর্কি ঘ. পর্তুগিজ ঙ. কোনোটিই নয়

১৬. 'আনারস' এবং 'চাবি' শব্দ দুটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক. পর্তুগিজ খ. আরবি গ. ওলন্দাজ ঘ. জাপানী ঙ. কোনটিই নয়

১৭. শব্দের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?
ক. বর্ণ খ. ধ্বনি গ. চিহ্ন ঘ. প্রতীক ঙ. কোনটিই নয়

১৮. 'গৃহিণী' কোন ধরনের শব্দ?
ক. বিদেশী খ. আধা-সংস্কৃত গ. সংস্কৃত ঘ. দেশী ঙ. কোনটিই নয়

১৯. 'চাবি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. ফারসি খ. ইংরেজি গ. পর্তুগিজ ঘ. ওলন্দাজ ঙ. আরবি

২০. 'রিক্সা' শব্দটি-
ক. তুর্কি খ. ফরাসি গ. চীনা ঘ. জাপানি ঙ. পর্তুগিজ

২১. 'লাঠি' ও 'চাউল' এ দুটি কোন ধরনের শব্দ?
ক. দেশী শব্দ খ. আরবি শব্দ গ. ফরাসি শব্দ ঘ. স্পেনীয় শব্দ ঙ. পর্তুগিজ শব্দ

২২. কোনগুলো দেশী শব্দ?
ক. চা, চিনি খ. চাল, চুলা গ. লুঙ্গি, ফুঙ্গি ঘ. টেবিল, চেয়ার ঙ. চন্দ্র, পৃথিবী

২৩. যৌগিক শব্দ কোনটি?
ক. তৈল খ. জলধি গ. প্রবীণ ঘ. গায়ক ঙ. কোনটিই নয়

২৪. সাধুরীতির শব্দ কোনটি?
ক. গ্রহ খ. গিন্নী গ. কলেজ ঘ. কেতাব ঙ. কোনটিই নয়

২৫. 'কাঁটা' কোন্ ধরনের শব্দ?
ক. বিদেশী খ. তৎসম গ. তদ্ভব ঘ. দেশী ঙ. পর্তুগিজ

২৬. বোতাম, বালতি, আনারস ও চাবি শব্দগুলো কোন্ ভাষা থেকে এসেছে?
ক. পর্তুগিজ খ. ফারসি গ. চৈনিক ঘ. খাঁটি বাংলা ঙ. আরবি

২৭. 'রেস্তোরা' শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে এসেছে?
ক. পর্তুগিজ খ. ফরাসি গ. চৈনিক ঘ. খাঁটি বাংলা ঙ. আরবি

২৮. হরতাল কোন দেশী শব্দ?
ক. গুজরাটি খ. পাঞ্জাবী গ. তুর্কী ঘ. চীনা ঙ. জাপানী

২৯. কোন্‌টি তৎসম শব্দ ?
ক. চা খ. চেয়ার গ. ধর্ম ঘ. কান ঙ. কোনটিই নয়

৩০. কোন শব্দকে বিশেস্নষণ করা যায় না?
ক. রূঢ়ি শব্দ খ. যোগরূঢ় শব্দ গ. মৌলিক শব্দ ঘ. যৌগিক শব্দ ঙ. কোনটিই নয়

৩১. মশগুল কোন ভাষার শব্দ?
ক. তুর্কি খ. আরবি গ. ফারসি ঘ. কোনটিই নয়

৩২. 'বন্দুক-বারম্নদ' শব্দ দুটি–
ক. তুর্কি খ. ফারসি গ.আরবি ঘ. হিন্দি

৩৩. 'হাঙ্গামা' শব্দটি কোন ভাষার?

ক. আরবি	খ. ফারসি	গ. গুজরাটি	ঘ. পাঞ্জাবি

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	গ	০২	ক	০৩	খ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	ঘ	০৯	ক
১০	ঘ	১১	গ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ
১৯	গ	২০	ঘ	২১	ক	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ
২৮	ক	২৯	গ	৩০	গ	৩১	খ	৩২	ক	৩৩	খ						

শিক্ষার্থীর করণীয় | **উপসর্গ বিষয়ক (অনুশীলন)**

০১. 'বিচরণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. সাধারণ	খ. প্রভাব	গ. অভাব	ঘ. গতি

০২. নিচের কোন শব্দে সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. অনাদর	খ. অপমান	গ. অলঙ্কার	ঘ. আবির্ভাব

০৩. কোনটি বাংলা উপসর্গ?
ক. পরা	খ. হর	গ. প্রতি	ঘ. অনা

০৪. 'বিজ্ঞান' শব্দে 'বি' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?]
ক. বিশেষ	খ. অভাব	গ. গতি	ঘ. সাধারণ

০৫. 'অনুসন্ধান' শব্দটি কয়টি উপসর্গ সহযোগে গঠিত?
ক. একটি	খ. দুটি	গ. তিনটি	ঘ. চারটি

০৬. কোন শব্দ গঠনে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. পরাকাষ্ঠা	খ. অভিব্যক্তি	গ. পরিশ্রান্ত	ঘ. অনাবৃষ্টি

০৭. অপদেবতা শব্দে 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. মন্দ অর্থে	খ. বিপরীত অর্থে	গ. বৃথা অর্থে	ঘ. অস্বাভাবিক অর্থে

০৮. উপসর্গ কোনটি?
ক. অতি	খ. থেকে	গ. চেয়ে	ঘ. দ্বারা

০৯. 'অপ' কী ধরনের উপসর্গ?
ক. সংস্কৃত	খ. বাংলা	গ. বিদেশি	ঘ. মিশ্র

১০. খাঁটি বাংলা উপসর্গের সংখ্যা কতটি?
ক. ২০	খ. ২১	গ. ২২	ঘ. ২৩

১১. বাংলা ভাষায় কয়টি খাঁটি উপসর্গ আছে?
ক. উনিশ	খ. কুড়ি	গ. একুশ	ঘ. বাইশ

১২. প্র, পরা, অপ-
ক. বাংলা উপসর্গ	খ. সংস্কৃত উপসর্গ	গ. বিদেশী উপসর্গ	ঘ. উপসর্গ স্থানীয় অব্যয়

১৩. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য-
ক. অব্যয় ও শব্দাংশ	খ. নতুন শব্দ গঠন	গ. উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে	ঘ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশে

১৪. শব্দের আগে বসে কোনটি?
ক. অনুসর্গ	খ. উপসর্গ	গ. প্রত্যয়	ঘ. বিভক্তি

১৫. উপসর্গের কাজ কী?
ক. বর্ণ সংরক্ষণ	খ. যতি সংস্থাপন	গ. নতুন শব্দ গঠন	ঘ. ভাবের পার্থক্য নিরূপণ

১৬. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য-
ক. অব্যয় ও শব্দাংশ	খ. নতুন শব্দ গঠনে	গ. উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পেছনে	ঘ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশে

১৭. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে-
ক. আরবি ভাষা থেকে	খ. ফরাসি ভাষা থেকে	গ. হিন্দি ভাষা থেকে	ঘ. উর্দু ভাষা থেকে

১৮. 'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
ক. নেতিবাচক খ. বিয়োগান্ত গ. নঞর্থক ঘ. অজানা

১৯. 'অপসংস্কৃতি' শব্দটিতে 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বিকৃত খ. নিকৃষ্ট গ. বিপরীত ঘ. অভাব

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	ঘ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ক
১০	খ	১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ
১৯	খ																

শিক্ষার্থীর করণীয় | বাগধারা বিষয়ক (অনুশীলন)

০১. 'গোঁফ খেজুরে' অর্থ কী?
ক. গোঁফের বিশেষ আকৃতি খ. পেটুক গ. অলস ঘ. চটপটে ঙ. চতুর

০২. 'কচ্ছপের কামড়' বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে-
ক. কঠিন কামড় খ. অলসতা গ. সফলতা ঘ. কঠিন কাজে সফল হওয়া ঙ. নাছোড়বান্দা

০৩. 'বাঘের মাসি' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক. ভয়াতুর খ. ধনী ব্যক্তি গ. গরীব মানুষ ঘ. আরাম প্রিয় ব্যক্তি ঙ. নির্ভীক

০৪. 'নাকের বদলে নরুন' বাগধারাটির অর্থ-
ক. যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি দেয়া খ. যা প্রাপ্য তা সঠিক সময়ে না দেয়া
গ. যা প্রাপ্য তার বদলে অন্য কিছু দেয়া ঘ. যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম দেয়া ঙ. যা প্রাপ্য তা দেয়া

০৫. 'ইতর বিশেষ'- বাগধারাটির অর্থ-
ক. ব্যক্তিত্বহীন খ. মন্দলোক গ. দুষ্টপ্রকৃতির কাজ করা ঘ. গালি দেয়া ঙ. পার্থক্য করা

০৬. 'ছকড়া নকড়া' বাগধারার সহজ অর্থ-
ক. সস্তা খ. কঠিন গ. দামী ঘ. অবহেলা ঙ. হঠাৎ প্রপাপ্ত হওয়া

০৭. 'জিলাপির প্যাঁচ'- বাগধারাটির অর্থ-
ক. জট পাকানো খ. কুটিল গ. জটিল ঘ. কলহ প্রিয়া ঙ. রঙিন

০৮. 'আট কপালে'- বাগধারাটির অর্থ-
ক. ভাগ্যবান খ. কপাল পোড়া গ. ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা ঘ. ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ঙ. সফল

০৯. 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগধারাটির অর্থ-
ক. প্রচ- ধাক্কা খ. বিপদ গ. সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ঘ. তীরে পৌছাবার ঝক্কি ঙ. স্পর্ধা বৃদ্ধি

১০. যার আনেক বুদ্ধি আছে-
ক. বুদ্ধির ঢেঁকি খ. ভুষ-রি কাক গ. বিড়াল তপস্বী ঘ. গভীর জলের মাছ

১১. 'দু'কান কাটা' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক. দাগী আসামী খ. বেহায়া গ. নিরীহ ব্যক্তি ঘ. অসুস্থ ব্যক্তি

১২. 'নাটের গুরুন' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক. খল নায়ক খ. নাট্য গুরু গ. মূল নায়ক ঘ. গুরু

১৩. 'আষাঢ়ে গল্প' কথাটির অর্থ কী?
ক. আজগুবি গল্প খ. নতুন গল্প গ. যাদুবিদ্যা ঘ. চিন্তাভাবনা

১৪. 'আকাশ কুসুম' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক. তারকা খ. অবাস্তব গ. নীল রং ঘ. আকাশে ফুটন্ত কুসুম

১৫. 'উত্তম মধ্যম' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক. আদর করা খ. সম্মান করা গ. প্রহার করা ঘ. কোনটিই নয়

১৬. 'অর্ধচন্দ্র' এর অর্থ কী?

ক. গলাধাক্কা দেয়া খ. অমাবস্যা গ. দ্বিতীয়ত ঘ. কাস্তে

১৭. 'অকাল কুষ্মা-' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক. কর্মবিমুখ খ. অকর্মা গ. বোকা ঘ. বিরক্ত

১৮. "রাবণের চিতা"-এর অর্থ-

ক. অনিষ্টে ইস্ট লাভ খ. চির অশান্তি গ. অরাজকতা ঘ. সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাঁধানো

১৯. 'তুলসী বনের বাঘ' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক. ভদ্র স্বভাব খ. অকর্মণ্য গ. ভ- ঘ. হিসাবী ঙ. কোনটিই নয়

২০. যে শুনেই মনে রাখতে পারে তাকে এক কথায় কী বলে?

ক. মনোযোগী খ. মেধাবী গ. শ্রুতিধর ঘ. স্মৃতিবান ঙ. কোনটিই নয়

২১. 'চোরটা সহজেই লম্বা দিয়েছে' - এ বাক্যে 'লম্বা দিয়েছে' শব্দটির অর্থ কী?

ক. ধরা দিয়েছে খ. সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে গ. পালিয়ে গেছে ঘ. চুরি করেছে ঙ. কোনটিই নয়

২২. উনপাঁজুরে অর্থ কি?

ক. সৌভাগ্যবান খ. লোভী গ. কর্মঠ ঘ. হতভাগ্য ঙ. দুর্বল

২৩. 'তামার বিষ' কথাটির অর্থ কি?

ক. খাদ্যের বিষক্রিয়া খ. অর্থের কুপ্রভাব গ. বিষের পাত্র ঘ. বংশের কুপ্রভাব ঙ. কোনটিই নয়

২৪. 'ঠোঁট-কাটা' বলতে কি বোঝায়?

ক. অহঙ্কারী খ. স্পষ্টভাষী গ. মিথ্যাবাদী ঘ. পক্ষপাতদুষ্ট ঙ. কোনটিই নয়

২৫. 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি'-এর অর্থ কি?

ক. ধনী ব্যক্তি খ. টেকসই কাঠ গ. অকেজো ঘ. বাজে ঢেঁকি ঙ. কোনটিই নয়

২৬. 'ঝাঁকের কই'- বাগধারাটির অর্থ কি?

ক. অসম্ভব চালাক খ. বর্ষাকালীন মাছ গ. একই দলের লোক ঘ. একতাই বল ঙ. কোনটিই নয়

২৭. 'ঢাকের বায়া' অর্থ কি?

ক. চির অশান্তি খ. অনুরোধ গ. মূল্যহীন বস্তু ঘ. অতিরঞ্জিত বাচন ঙ. অনর্গল কথাবলা

২৮. 'কেঁচেগণ্ডুষ' বাগধারাটির অর্থ কি?

ক. বিপজ্জনক পরিণতি খ. সীমাবদ্ধ জ্ঞান গ. নিরেটমূর্খ ঘ. নতুন করে আরম্ভ করা ঙ. কোনোটিই নয়

২৯. 'খোদার খাসি' বাগধারাটির অর্থ-

ক. ধনী ব্যক্তি খ. অযাচিত গ. ভাবনাচিন্তাহীন ঘ. অত্যন্ত অলস ঙ. কোনোটিই নয়

৩০. 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ ক্ষনেকে হাতে দড়ি, ক্ষনেকে চাঁদ'-প্রবাদটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ক. ঝামেলার উপর ঝামেলা খ. প্রয়োজনীয় কাজে যথাযথ খরচ

গ. যোগ্য শাসনে বাদী বিবাদী উভয়ে ভীত ঘ. নিশ্চিত সাফল্য হাতছাড়া করে দেয়া ঙ. কোনোটিই নয়

৩১. 'দশ চক্রে ভগবান ভূত'-প্রবাদটি কি অর্থ বোঝায়?

ক. দশ জনের চক্রান্তে ন্যায়কে অন্যায় করা খ. একতাই শক্তি, একাতে অসম্ভব

গ. দশ জনের চক্রান্তে ভগবানকে মিথ্যা প্রমাণ করা ঘ. প্রয়োজনে নিকৃষ্ট জিনিসের ব্যবহার

৩২. 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ'-প্রবাদটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ক. ঝামেলার উপর ঝামেলা খ. প্রয়োজনীয় কাজে যথাযথ খরচ

গ. যোগ্য শাসনে বাদী বিবাদী উভয়ে ভীত ঘ. নিশ্চিত সাফল্য হাতছাড়া করে দেয়া ঙ. কোনোটিই নয়

৩৩. 'অশীতিপর' শব্দের অর্থ কী?

ক. শীত সহ্য করতে অবম ব্যক্তি খ. আশি বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তি

গ. শীতে কাতর নয় এমন ব্যক্তি ঘ. প্রাচীন ধ্যান ধারনায় বিশ্বাসী ব্যক্তি

৩৪. 'ইঁদুর কপালে' বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ক. ক্ষুদ্রায়তন কপাল খ. মন্দ ভাগ্য গ. ইঁদুরাকৃতির কপাল ঘ. হাস্যকর চেহারা

৩৫ 'ঠোঁটকাটা' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?

ক. স্পষ্টবাদী খ. বেহায়া গ. একগুঁয়ে ঘ. মুখরা

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	গ	০২	ঙ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	ঙ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ঘ
১১	খ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	গ
২১	গ	২২	ঙ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ঙ
৩১	ক	৩২	ঙ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	ক										

শিক্ষার্থীর করণীয় | (ব্যাংক সমূহের) বিগত সালের প্রশ্ন ও উত্তর (২০১৮ – ২০১৯)

1. 'অভি' উপসর্গ নিচের যে অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে– Officer (General) 18
ক. সম্যক খ. আগমন গ. আধিপত্য ঘ. ব্যাপ্তি উ: ক

2. বিদেশি উপসর্গজাত শব্দের দৃষ্টান্ত– Officer (General) 18
ক. পাতিলেবু খ. দরদালান গ. হাভাতে ঘ. ছিঁচকাঁদুনে উ: খ

3. 'মিতালি' কোন প্রকৃতির শব্দ? Assistant Director (General Side) 16
ক. রূঢ়ি খ. যৌগিক গ. যোগরূঢ় ঘ. অব্যয় উ: খ

4. 'সিকি' কোন ধরনের শব্দ? BB, Officer (Cash) 16
ক. অংকবাচক খ. তারিখবাচক গ. পূরণবাচক ঘ. গণনাবাচক উ: ঘ

5. 'জ্ঞানপাপী' বলে– BB, Officer (Cash) 16
ক. জ্ঞানের বড়াই করে যে খ. অনেক জ্ঞান আছে যার গ. সজ্ঞানে অন্যায় করে যে ঘ. বাস্তবে জ্ঞানের প্রয়োগ করে না যে উ: গ

6. 'বন্দুক-বারন্নদ' শব্দ দুটি– BB, Officer (Cash) 16
ক. তুর্কি খ. ফারসি গ. আরবি ঘ. হিন্দি উ: ক

7. কোন শব্দটি বিশেষ্য বিশেষণ উভয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে? BB, Officer (Cash) 16
ক. দেশ খ. ব্যাথা গ. সুন্দর ঘ. বন্দর উ: গ

8. 'মান্ধাতার আমল'–এখানে 'মান্ধাতা' হলো– BB, Officer (Cash) 16
ক. প্রাচীনকাল খ. বহু পুরোনো কিছু গ. অন্ধকারময় অবস্থা ঘ. এক রাজার নাম উ: ঘ

9. 'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ– BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)
ক. সাহায্যকারী খ. স্বাস্থ্যহীন লোক গ. বাদক ঘ. তোষামুদে উ: ঘ

10. 'বাবুর্চি' কোন ভাষার শব্দ? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)
ক. তুর্কি খ. আরবি গ. ফারসি ঘ. উর্দু উ: ক

11. কোনটি তৎসম শব্দ? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. ধর্ম খ. ডিঙ্গা গ. তওবা ঘ. দৌলত উ: ক

12. 'সন্দেশ' কোন শ্রেণির শব্দ? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. যোগরূঢ় খ. যৌগিক গ. তৎসম ঘ. রূঢ়ি উ: ঘ

13. 'কাতুর্জ' কোন ভাষার শব্দ? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. ইংরেজি খ. ফারসি গ. ফরাসি ঘ. জার্মান উ:

14. কোনটি তৎসম শব্দ? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)
ক. ঝিনুক খ. মলিতা গ. চাঁদ ঘ. পত্র উ: ঘ

15. নিচের কোন স্ত্রীবাচক শব্দের দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)
ক. কবিরাজ খ. ননদ গ. কুলটা ঘ. ইবীন উ: খ

16. অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. বাক্য খ. উপসর্গ গ. শব্দ ঘ. প্রত্যয় **উ: গ**

17. 'চকমক' কোন ভাষার শব্দ? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. ফার্সি খ. আরবি গ. উর্দু ঘ. তুর্কি **উ: ঘ**

18. নিচের কোনটি যুগ্মরীতি দ্বিরুক্ত শব্দ? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. বই-টই খ. আয়-ব্যয় গ. ঝম্‌-ঝম্‌ ঘ. ঠাঁ-ঠা **উ: খ**

19. 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কোন যুগের কাব্য? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. প্রাচীনযুগ খ. অন্ধকার যুগ গ. আধুনিক যুগ ঘ. মধ্যযুগ **উ: ঘ**

20. 'উনকোটি চৌষট্টি' এ বাগধারার অর্থ হলো- 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. অপদার্থ খ. পাগলামি গ. অপব্যয়ী ঘ. প্রায় সম্পূর্ণ **উ: ঘ**

21. 'গিন্নি' কোন শ্রেণির শব্দ? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. দেশি খ. বিদেশি গ. তদ্ভব ঘ. অর্ধ-তৎসম **উ: ঘ**

22. 'শাক-সবজি' শব্দটি নিচের কোন দুইয়ের মিলন? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. তৎসম+ফারসি খ. তদ্ভব+ফারসি গ. পর্তুগীজ+আরবি ঘ. কোনোটিই নয় **উ: ক**

23. কোন দ্বিরুক্ত শব্দজুটি বহুবচন সংকেত করে? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. ছিছি কি করছ খ. নরম নরম হাত গ. উড় উড় মন ঘ. পাকা পাকা আম **উ: ঘ**

24. নিচের কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থকড়? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)

ক. আদায়-কাঁচকলায় খ. দা-কামড়া গ. রুই-কাতলা ঘ. অহি-নকুল **উ: গ**

25. 'কাক নিদ্রা'– এর সঠিক অর্থ কোনটি? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)

ক. কপট চিন্তা খ. অগভীর নিদ্রা গ. পরের অনিষ্ট চিন্তা ঘ. নিদ্রার ভান করা **উ: খ**

26. 'ধোপা' শব্দটির স্ত্রী-বাচক শব্দ: Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)

ক. ধুপী খ. ধুপানী ঘ. ধোপী ঘ. ধোপানী **উ: ঘ**

27. 'রোজা' কোন শব্দ? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)

ক. আরবী খ. ফারসি গ. পর্তুগিজ ঘ. তুর্কি **উ: খ**

28. 'রাবণের চিতা' বাগধারাটির অর্থ কি? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)

ক. চির অশান্তি খ. সর্বনাশ গ. দুঃসাধ্য বস্তু ঘ. আশায় নৈরাশ্য **উ: ক**

29. 'কাক নিদ্রা'– এর সঠিক অর্থ কোনটি? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. কপট চিন্তা খ. অগভীর নিদ্রা গ. পরের অনিষ্ট চিন্তা ঘ. নিদ্রার ভান করা **উ: খ**

30. 'কল্কে পাওয়া'- এর সঠিক অর্থ কোনটি? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. পাত্তা পাওয়া খ. প্রভাবিত হওয়া গ. শান্তি পাওয়া ঘ. সাধু সাজা **উ: ক**

31. 'নেই আঁকড়া'- এর সঠিক অর্থ কোনটি? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. দ্বন্দ্ব খ. সখ্যতা গ. একগুঁয়ে ঘ. রগচটা **উ: ঘ**

32. কোন বাগধারাটির অর্থ ভিন্ন? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. অহিনকুল সম্বন্ধ খ. আদায় কাঁচকলায় গ. সাপে নেউলে ঘ. তাসের ঘর **উ: ঘ**

33. 'বিড়ালের আড়াই পা' বাগধারাটির অর্থ কি? PKB (Senior Executive Officer-18)

ক. লাফালাফি খ. লম্ফঝাপ গ. বেহায়াপনা ঘ. লজ্জা **উ: গ**

34. 'একাদশে বৃহস্পতি' অর্থ– PKB (Senior Executive Officer-18)

ক. সুসময় খ. দুঃসময় গ. অলীক বস্তু ঘ. শেষ রক্ষা **উ: ক**

35. 'যার কোনো মূল্য নেই'– এর সমার্থক বাগধারা কোনটি? PKB (Senior Executive Officer-18)

ক. ডাকা বুকো খ. তুলসী বনের বাঘ গ. কাঠের পুতুল ঘ. ঢাকের বাঁয়া **উ: ঘ**

36. 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগধারাটির অর্থ– PKB, Executive Officer (Cash-18)

ক. সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি খ. তীরে পৌঁছার ঝক্কি গ. মুমূর্ষু অবস্থা ঘ. আসন্ন বিপদ **উ: ক**

37. 'মঙ্গলকাব্য' কোন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. উত্তর-আধুনিক খ. আধুনিক গ. মধ্যযুগ ঘ. প্রাচীনযুগ **উ: গ**

38. 'শিরে সংক্রান্তি' বাগধারার অর্থ কী? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. মাথায় ব্যথা খ. মাথায় গ-গোল গ. অকল্যাণ ঘ. আসন্ন বিপদ **উ: ঘ**

39. 'আটকপালে' বাগধারাটির অর্থ কী? GAS Transmission Co. Ltd. Asst. Manager (General-18)
ক. অলক্ষীর দশা খ. অগ্নিপরীক্ষা গ. অদৃষ্টের পরিহাস ঘ. হতভাগ্য উ: ঘ

40. 'শকুনি মামা' অর্থ কী? GAS Transmission Co. Ltd. Asst. Manager (General-18)
ক. কুৎসিত মামা খ. সৎ মামা গ. পাতানো মামা ঘ. কুচক্রী লোক উ: ঘ

41. কোনটি অনুজ্ঞা? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)
ক. তুমি গিয়েছিলে খ. তুমি যাও গ. তুমি যাচ্ছিলে ঘ. তুমি যাচ্ছ উ: খ

42. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. ডাব খ. সচিব গ. কুচ্ছিত ঘ. বালতি উ: খ

43. ধ্বনিবাচক দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. দরদর খ. মরমর গ. নরনর ঘ. কড়কড় উ: ঘ

44. 'পরিভাষা' শব্দের অর্থ কী? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)
ক. ব্যঞ্জনাত্মক খ. সংক্ষেপণার্থ গ. রক্ষণাত্মক ঘ. সম্মানার্থক উ: খ

45. কোনটি তৎসম শব্দ? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)
ক. হস্ত খ. চেয়ার গ. আনারস ঘ. টেবিল উ: ক

46. 'এপিটাফ' শব্দের অর্থ– 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)
ক. শোক কবিতা খ. গীতিকা গ. সমাধি-লিপি ঘ. মানপত্র উ: গ

47. সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্তি হয়েছে কোনটিতে? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)
ক. ভাল মন্দ খ. তোড়-জোড় গ. ধন-দৌলত ঘ. আমীর-ফকির উ: গ

48. 'পরিভাষা' শব্দের অর্থ কী? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. ব্যঞ্জনাত্মক খ. সংক্ষেপণার্থ গ. রক্ষণাত্মক ঘ. সম্মানার্থক উ: খ

49. 'বহুকেন্দ্রিক' এর ইংরেজি কি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. Ethnocentric খ. Geocentric গ. Regiocentric ঘ. Polycentric উ: ঘ

50. Jingling of anklet এর বাংলা কি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. জুতার গটগট খ. পালের পতপত গ. নুপুরের ঝুনুঝুনু ঘ. ঢাকের গুড়গুড় উ: গ

51. 'Legal statement' -এর বাংলা পরিভাষা– Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)
ক. আইনি-উক্তি খ. জবানবন্দি গ. বৈধ-উক্তি ঘ. দালিলিক প্রমাণ উ: খ

52. 'ইদুর কপালে'- এর সমার্থক বাগধারা– Solani Bank Ltd. (Officer-18)
ক. উনপাঁজরে খ. কাক জোছনা গ. ভূষ-রি কাক ঘ. নেই আঁকড়া উ: ক

53. 'Insomnia' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক রূপ হলো– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)
ক. দুশ্চিন্তা খ. বায়ুরোগ গ. অনিদ্রা ঘ. কর্কটরোগ উ: গ

54. নিচের কোন স্ত্রীবাচক শব্দের দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে? PKB (Senior Executive Officer-18)
ক. কবিরাজ খ. ননদ গ. কুলটা ঘ. ইবীন উ: খ

55. কোন শব্দটিতে ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্ত ঘটেছে? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)
ক. কাকে কাকে খ. যায় যায় গ. হেসে হেসে ঘ. কেমন কেমন উ: গ

56. 'বামাল' শব্দের 'ব' উপসর্গ কী অর্থ নির্দেশ করে? combined 8 Banks (SO-19)
ক. সহিত খ. বাইরে গ. অধীন ঘ. প্রতি উ: ক

57. উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)
ক. পঙ্কজ খ. জ্বালাতন গ. মাচান ঘ. কদবেল উ: ঘ

58. যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ কোনটি? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)
ক. পাঞ্জাবি খ. পঙ্কজ গ. হাতি ঘ. জলজ উ: খ

59. 'চির অশান্তি' বাগধারাটি কোন অর্থে যথোপযুক্ত? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)
ক. ভরাডুবি খ. রাবণের চিতা গ. তামার বিষ ঘ. আকাশ ভেঙ্গে পড়া উ: খ

60. 'নেই আঁকড়া' এর সঠিক অর্থ কোনটি? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)
ক. দ্বন্দ খ. সখ্যতা গ. রগচটা ঘ. একগুঁয়ে উ: ঘ

61. কোনটি রূঢ়ি শব্দ? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. জলধি | খ. মধুর | গ. কর্তব্য | ঘ. প্রবীণ | উ: ঘ

62. 'কুল কাঠের আগুন' বাগধারাটির সঠিক অর্থ কি? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. তীব্র জ্বালা | খ. কাঠের পুতুল | গ. কুপমু-ক | ঘ. এলাহী কা- | উ: ক

63. কোনটি তৎসম শব্দ? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. আনারস | খ. চেয়ার | গ. হস্ত | ঘ. টেবিল | উ: গ

64. কোনটি তৎসম শব্দ? Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. হস্ত | খ. চেয়ার | গ. আনারস | ঘ. টেবিল | উ: ক

65. 'শাক-সবজি' শব্দটি নিচের কোন দুইয়ের মিলন? Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. তৎসম + ফারসি | খ. তদ্ভব + ফারসি | গ. পর্তুগীজ + আরবি | ঘ. কোনটিই নয় | উ: ক

66. নিচের কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক? Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. আদার-কাঁচকলায় | খ. দা-কুমড়া | গ. রুই-কাতলা | ঘ. অহি-নকুল | উ: গ

67. 'কল্কে পাওয়া' এর সঠিক অর্থ কোনটি? Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. পাত্তা পাওয়া | খ. প্রভাবিত হওয়া | গ. শান্তি পাওয়া | ঘ. সাধু সাজা | উ: ক

68. নিচের কোনটির পুরন্নষবাচক রূপ নেই? combined 8 Banks (SO-19)

ক. বেহান | খ. কুলটা | গ. ঠাকুরঝি | ঘ. ননদ | উ: খ

69. 'সমিতি' কোন লিঙ্গ? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. স্ত্রীলিঙ্গ | খ. ক্লীবলিঙ্গ | গ. পুরুষলিঙ্গ | ঘ. উভয়লিঙ্গ | উ: খ

70. ধ্বনিবাচক দ্বিরন্নক্ত শব্দ কোনটি? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. কড়কড় | খ. মরমর | গ. নরনর | ঘ. দরদর | উ: ক